NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ 'অন্নকূট'-অন্নদাত্রী মাতৃশক্তির আরধনার এক বৈষ্ণবীয় উৎসব

ফ্রি প্রকল্পের রেশনের কথায় বিধিভঙ্গ হয়নি: মেদি ৭

কলকাতা ৯ নভেম্বর ২০২৩ ২২ কার্তিক ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.11.2023, Vol.17, Issue No. 147, 8 Pages, Price 3.00

জ্যোতিপ্রিয়কে ফাঁসানো হয়েছে, দাবি মমতার, পাশে থাকার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী (বর্তমান বনমন্ত্রী) জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় একথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি রেশন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর মন্ত্রিত্ব থাকা-না থাকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তা সকলেই জানতেন। অনেকে এ-ও ধরে নিয়েছিলেন হয়তো মন্ত্রিত্ব থেকে জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুকে সরিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং বুধবারের বৈঠকে জ্যোতিপ্রিয় মন্ত্রিত্ব নিয়ে কোনও কথা হয়নি বলেই সূত্রের খবর।

ফাইল চিত্র

উল্টে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রের বঞ্চনা প্রসঙ্গেও সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার পর এবার স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ বন্ধ করার পথে হাঁটছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। যা নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি। সম্প্রতি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কালার ব্র্যান্ডিং না মানলে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই ঘটনার প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। দল এবং সরকার যে জ্যোতিপ্রিয়র পাশে আছে সেকথা স্পষ্ট করে দেন নেত্রী। পাশাপাশি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অনুপস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনার সংগঠন দেখার জন্য তিনি ওই জেলার অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন। জ্যোতিপ্রিয় ছাড়াও রথীন ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,পার্থ ভৌমিক , শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্য মন্ত্রিসভায় ওই জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁদেরই সংগঠনটা দেখতে বলা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে, বনমন্ত্রী পদেই থাকছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে বন দপ্তর সূত্রে খবর, পূর্ণমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকেই বন দপ্তর দেখতে বলা হয়েছে।

আজ অভিষেককে ফের তলব ইডির, মিলল হাজিরা দেওয়ার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল ইডি। ৯ নভেম্বর সিজিওতে হাজিরা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার সিজিওতে ইডি দপ্তরে অভিষেক হাজিরা দেবেন বলে সূত্রের খবর। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এ নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দ্বিতীয়বার তলব করল ইডি।

ফাইল চিত্র

এই তলব প্রসঙ্গে তোপ দাগেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। বলেন, 'অভিষেককে বার বার টার্গেট করা হচ্ছে। গতকালই জন্মদিন ছিল। ঠিক তারপরই নোটিস। ইচ্ছে করে টার্গেট করা হচ্ছে অভিষেককে। রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলকে ভাঙার চেষ্টা।' যদিও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'নতুন কী আছে! অনেককেই ডাকছে।' ইডির এই তলবকে বিজেপির সিট বাড়ানোর মরিয়া চেষ্টা বলে কটাক্ষ করেছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। দেবাংশু কটাক্ষ করেছেন, বঙ্গে বিজেপির খুবই করুণ দশা। আর সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মোদি-শাহের নয়া নির্দেশ!

বারবার অভিষেককে ইডি তলব করার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূল। কারণ তাঁদের মতে, গত এক বছরে দেখা গিয়েছে অভিষেকের রাজনৈতিক কর্মসূচির দিন বেছে বেছে তাঁকে ডাকা হচ্ছে। এ বছর ২০ মে অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রা চলাকালীন তাঁকে তলব করেছিল সিবিআই। আবার ১৩ জুন নবজোয়ার যাত্রার মধ্যেই তাঁকে হাজিরা দিতে বলে ইডি। পরে ১৩ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিন সিজিওতে ডেকে তাঁকে প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডির অফিসাররা।

প্রসঙ্গত, এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়। পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু নথিপত্রও চেয়ে পাঠানো হয়। সেইসব নথি পাঠিয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যা খতিয়ে দেখেই ইডি আধিকারিকরা মনে করছেন যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের আরও বেশ কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। আরও বেশ কিছু প্রশ্ন তাঁকে করতে চান ইডি আধিকারিকরা।

তবে ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, কলকাতা হাইকোর্টই তদন্ত দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। বস্তুত হাইকোর্টের নির্দেশের পর অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নোটিস পাঠায় ইডি। অভিষেকের বাবা-মা সিজিওতে যাননি। তবে রুজিরা গিয়েছিলেন। অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কেও জেরা করেছে ইডি। সূত্রের খবর, তাঁকেও তলব করা হবে।

বিধায়কের চালকলে আয়কর দপ্তরের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি থেকে তৃণমূলে যাওয়া বিধায়ক তন্ময় ঘোষের বাড়ি এবং চালকলে হানা দিল আয়কর দপ্তর। বুধবার বেলা গড়াতেই বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের চালকল, বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চলে। আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে ওই তিন জায়গা ঘিরে চলে এদিনের এই অভিযান। তবে কী কারণে এই আয়কর হানা, তা স্পষ্ট করে জানানো হয়নি বলে সূত্রে খবর। এদিকে আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আইটি রিটার্নের উল্লেখিত বিধায়কের সম্পত্তির থেকে বাস্তবে সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটাই বেশি। তাঁর নামে, বেনামে নাকি রয়েছে অনেক সম্পত্তি, আর তা খতিয়ে দেখতেই এই তল্লাশি। বিধায়কের বাড়ি, অফিস, চালকলে যখন এই তল্লাশি যখন চলছিল তখন বিধায়ক ছিলেন কলকাতায়। বিধানসভার কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। খবর পেয়ে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যান।

বিশ্বভারতীতে নয়া ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করা হল ডঃ সঞ্জয়কুমার মল্লিককে। এদিকে নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়ে বার বার সংবাদ শিরোনামে এসেছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। বুধবার তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ হল। তাঁর মেয়াদ ফের বাড়ান হবে কি না তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চর্চা চলেছে। এমনই এক পরিস্থিতিতে তাঁরই জায়গায় এলেন নয়া ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। ৫৬ বছর বয়সী অধ্যাপক সঞ্জয়কুমার মল্লিক কলাভবনের অধ্যক্ষ। বিশ্বভারতীর কর্মসমিতিরও সদস্য তিনি। বিশ্বভারতী অ্যাক্ট অ্যান্ড স্ট্যাটু অনুযায়ী সিনিয়র মোস্ট অধ্যাপক হিসাবে উপাচার্যের ভার সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হল সঞ্জয় মল্লিককে।

জোড়া দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'নাতিকে ভালো করে মানুষ কোরো। এতদিন নাতির প্রসাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।' স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে পুরী ঘুরে এসে ফ্ল্যাটে বয়স্ক বাবা-মার ঝুলন্ত দেহ দেখলেন ছেলে। দক্ষিণ কলকাতার গড়ফার পূর্বাচল রোড এলাকায় একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল প্রবীণ দম্পতির ঝুলন্ত দেহ। মৃতেরা হলেন সুধন্য প্রামাণিক ও তাঁর স্ত্রী সবিতা প্রামাণিক। আত্মহত্যা বলেই এই ঘটনাকে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। বুধবারই সকালে জোড়া দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মিলেছে একটি 'সুইসাইড নোট'। যেখানে নাতিকে ভালো করে মানুষ করার পরামর্শ দিয়েছেন দাদু, ঠাকুমা! তাতে লেখা রয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন। পাশাপাশি, ওই নোটে তাঁরা জানিয়ে গিয়েছেন, নাতির প্রসাদের জন্যেই তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। গড়ফার পূর্বাচল রোড এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতির সঙ্গে থাকতেন সুধন্য ও সবিতা। বুধবার সকালে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, সুধন্যের ছেলে স্ত্রী ও তাঁদের ছেলেকে নিয়ে সম্প্রতি পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। বুধবার সকালে ফিরেই দেখেন বাবা-মায়ের ঝুলন্ত দেহ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোটও।

আমি নির্দোষ, দাবি জ্যোতিপ্রিয়র

মন্ত্রীর চিকিৎসায় নারাজ কম্যান্ড হাসপাতাল, আলোচনার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেন রেশন দুর্নীতিতে ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আদালতের নির্দেশ মতো বুধবার ফের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মন্ত্রীকে। তখন তিনি দাবি করেন, তিনি একেবারে 'ক্লিয়ার'। আর তা পরে যেদিন তাঁকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেশ করা হবে, সেদিনই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

এদিন জ্যোতিপ্রিয়কে সাংবাদিকরা যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের ইডি-র তলবের কথা জানান, তখন তিনি প্রথমটা সম্ভবত বুঝেই উঠতে পারেননি। প্রশ্ন করেন - 'কোন বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি জানি না।' তারপর তাঁকে আবার স্পষ্ট করে বলা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে? আমাদের লিডার?' এরপর তাই নিয়ে একটিও কথা খরচ না করে, নিজেকে নির্দোষ বলে ফের একবার দাবি করেন।

এদিকে রেশন দুর্নীতিতে ধৃত রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসা কোথায় হবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে দড়ি টানাটানি। কমান্ড হাসপাতাল কলকাতা হাইকোর্টকে জানিয়ে দিয়েছে তাঁদের পক্ষে জ্যোতিপ্রিয়কে রাখা সম্ভব নয়।

সেনার সঙ্গে যুক্ত নন, এমন কোনও নাগরিককে যেন চিকিৎসার

জন্য পাঠানো না হয়, এই আর্জি নিয়ে আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর এজলাসে সংশ্লিষ্ট মামলাটির শুনানি ছিল।

যদিও বিচারপতি সেনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। আদালত জানিয়েছে, ইডি, কম্যান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ইস্টার্ন কম্যান্ড কোর্টের বাইরে বসে মীমাংসা করুন কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। আজ, বৃহস্পতিবার তিন পক্ষকেই জানাতে হবে, তাদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা। তারপরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে আদালত।

ইডির আধিকারিকরা অবশ্য চাইছেন কমান্ড হাসপাতালেই মন্ত্রীর চিকিৎসা করাতে। ইডির পক্ষ থেকে এদিন আদালতে জানানো হয়, এই বিষয়ে তাঁরা উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কল্যাণী এইমস এখান থেকে যেতে বেশ সমস্যা। তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কম্যান্ড হাসপাতাল পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয়, সল্টলেকে বিএসএফের একটি হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে মন্ত্রীর চিকিৎসা করা হোক। যদিও বিচারপতি তাঁদের এই বক্তব্যে সহমত হননি। তবে, দিনের শেষে সেনাবাহিনীর বক্তব্য গুরুত্ব পাবে বলেও জানিয়েছেন বিচারপতি। বিচারপতি বলেন, 'ওদশে সেনাবাহিনী স্থান সবার উপরে। অবশ্যই তাঁদের কথা ফেলে দেওয়া যায় না।' রেশন দুর্নীতির অভিযোগে গত ২৬ অক্টোবর মধ্যরাতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেফতারের পরের দিন অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর এজলাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মন্ত্রী। তাঁকে রাখা হয়েছিল বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। এই মুহূর্তে ইডি হেপাজতে রয়েছেন মন্ত্রী। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রতিদিন তাঁর শারীরিক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান সিআইডির ডিআইজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যাপক রদবদল হল রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের আইপিএস পদে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তীকে পাঠানো হল রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ সিআইডির ডিআইজি পদে। আপাতত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান পদে কাউকে পাঠানো হয়নি। এর সঙ্গে বদলি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব এবং জলপাইগুড়ি রেঞ্জের আইজি অখিলেশকুমার চতুর্বেদিকে। রাজেশকুমার ও অখিলেশকুমার, দু'জনকেই সিআইডির আইজি পদে বদলি করা হয়েছে। সুধীরকুমার নীলকান্তম ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ডাইরেক্টরেটের ওএসডি পদে। হলেন ডিআইজি প্রভিশনিং। ডিআইজি মালদা রেঞ্জ সুদীপ সরকার হলেন ডিআইজি পার্সোনেল। আপাতত মালদা রেঞ্জের দায়িত্ব সামলাবেন রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এসএস সিআইডি ডেভিড ইভান লেপচা হলেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের (ফোর্থ ব্যাটালিয়ন) কমান্ডিং অফিসার। এই পদে ছিলেন শিবপ্রসাদ পাত্র। তাঁকে এসএস সিআইডি করা হল।

পর্যটনক্ষেত্রকে শিল্পের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পর্যটনক্ষেত্রকে শিল্পের স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শিল্পপতি ও বণিকসভার পক্ষ থেকে পর্যটনকে শিল্পের তকমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পের তকমা পেলে পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়বে।

মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ!

সাংসদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ লোকপালের

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: সময়টা মোটে ভালো যাচ্ছে না তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর। বুধবার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় লোকপাল। সূত্রের খবর, এদিন রাতেই খবর মিলেছে, মহুয়ার সদস্যপদ বাতিল করা উচিত বলে স্পিকারের কাছে সুপারিশ করতে চলেছে সংসদের এথিক্স কমিটি। মহুয়া মৈত্রের ক্রিয়াকলাপকে 'অত্যন্ত আপত্তিকর, অনৈতিক, জঘন্য এবং অপরাধ' বলে অভিহিত করে কমিটি শাস্তির পক্ষে মত দিয়েছে। একটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের হাতে এথিক্স কমিটির ৫০০ পাতার রিপোর্ট এসেছে। সেই রিপোর্টই বলছে এথিক্স কমিটি মনে করছে এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই তদন্ত করুক কেন্দ্র।

সংসদে মহুয়ার 'টাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার' অভিযোগ ঘিরে চলছে বিতর্ক। এবার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল লোকপাল। বুধবার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন জাতীয় লোকপালের সিদ্ধান্তের কথা। বিজেপি সাংসদের পোস্টের কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্টা পোস্টে তার জবাব দিয়ে

কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ লেখেন, 'সিবিআইকে প্রথমে ১৩ হাজার কোটির কয়লা কেলেঙ্কারিতে আদানির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থেকে কী ভাবে আদানি সমুদ্র বন্দর ও বিমান বন্দর কেনার ছাড়পত্র পেল? তারপর সিবিআইকে আমার জুতো গোনার জন্য স্বাগত জানাব।' 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' তোলার অভিযোগে মহুয়াকে নিয়ে বিতর্ক চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। প্রথম থেকেই মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি ওঠে। পাশাপাশি, লোকসভার এথিক্স কমিটিতে শুনানিও হয়। বৃহস্পতিবার এথিক্স কমিটির বৈঠক রয়েছে। সূত্রের খবর, কমিটির লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করতে চলেছে। প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগেই এথিক্স কমিটির সামনে হাজিরা দেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। এরপর এথিক্স কমিটির বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক অভিযোগ করে মহুয়া দাবি করেন, কমিটির তরফে তাঁকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয়েছে। এমনকী সেখানে শালীনতার সীমাও ছাড়িয়ে যান কমিটির সদস্য।

প্রসঙ্গত, অক্টোবর মাসেই কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগ ওঠে। সেখানে বলা হয়, দুবাইবাসী ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির থেকে ঘুষ নিয়েছেন মহুয়া। শুধু তাই নয়, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের দাবি, নিজের পার্লামেন্টের আইডি ও পাসওয়ার্ড দর্শন হিরানন্দানিকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন মহুয়া।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Sarathi Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Swapan Ghosh ও Swapan Kr Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Debnath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binoy Debnath ও Binoy Krishna Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৫৪ নং এফিডেভিট বলে Amarendra Banerjee S/o. Sudhanshu Banerjee ও Amarendra Nath Banerjee S/o. Lt. S. B. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Mantu Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bijay Dutta ও B. Kr. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nirmal Dey ও N. K. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Khatija Khatun (old name) W/o. Md. Jahangir Alam at Bandel Manushpur Basti, New Masjid, Islampara, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Khatija Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Khatija Khatun & Khatija Bibi W/o. Md. Jahangir Alam উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md. Sarfaraz Alam.

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ramjan Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Din Mahammad & Sk Deen M, Shaikh Din Mahammad, D. Mohammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৫২৭ নং এফিডেভিট বলে Partha Sarathi Das S/o. Bhupen Kumar Das ও Partha Sarathdas S/o. Lt. B. Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Purnima Lohar D/o. Lalani Lohar নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Fatema Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সরস্বতী বনিক পোদ্দার, স্বামী গৌতম কুমার বনিক, ঠিকানা- অড়ৎ ঘাটরোড, ওয়ার্ড নং- ৮, নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটি, পোষ্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, গত ৩১-১০-২৩ তাং নবদ্বীপ নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে সরস্বতী বনিক পোদ্দার ও সরস্বতী বনিক একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Md Giyasuddin, S/O Late Jan Mahammad, ভুলবশতঃ আমার সার্ভিস বুক সহ অন্যান্য কাগজপত্রে নাম আছে Geyasuddin, S/o Late J. Mohand গত 11.10.2023 তারিখে Ld. Judicial Mgistrate 1st Class Serampore Court থেকে এফিডেভিট করে এই প্রমান করছি যে, Md Giyasuddin S/O Janmahammad আর Geyasuddin S/O Lt. J. Mohand দুজন একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, ANITA JAIN, residing at 227/2, A.J.C Bose Road, L R Sarani, Kolkata- 700020 have changed my name from "ANITA DEVI SURANA to ANITA JAIN" on behalf my Husband, Children and Remitters issue. I wholly renounce and abandon my previous name ANITA DEVI SURANA vide an Affidavit, sworn before the C.M.M Court, Kolkata on 01.11.2023. By virtue of this Affidavit I shall be known as "ANITA JAIN" instead of "ANITA DEVI SURANA". So "ANITA JAIN" and "ANITA DEVI SURANA" is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RANJEET KUMAR SINGH, S/O Hari Govind Singh residing at H. No. 18, Gali No. 18, P.O.+P.S. - Jagaddal, Dist - North 24 Parganas, PIN-743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore dated 12.10.2023 that my actual and correct name is RANJEET KUMAR SINGH and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my daughter RANJEETA SINGH's birth certificate, it has been recorded as RANJIT KR. SINGH and in her registration certificate of Higher Secondary Education, my name has been recorded as RANJEET SINGH. RANJEET KUMAR SINGH, RANJIT KUMAR SINGH and RANJEET SINGH is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই নভেম্বর, ২২ শে কার্তিক, বৃহস্পতিবার । একাদশী তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গলের দশা, বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দে র। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ বিবাদ বিতর্ক কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ী র হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তা য় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে । আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য -তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : আজ কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব বলুন।

(একাদশী রমা তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

কালীবন্দনায় অনন্য ধারার কীর্তনে মহিমান্বিত আন্দুলের ‘প্রেমিক মহারাজ’-এর কালীকীর্তন

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

দেবী কালীর কথা উঠলেই বাঙালির মনন গুনগুন করে ওঠে সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত-র শ্যামাসংগীত। যদিও সেই প্রচলিত ধারার বাইরেও কালী ভজনে এক স্বতন্ত্র ও সাবেকি ধারাও এই বঙ্গে বিদ্যমান। যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ১৭৪ বছরের শাস্ত্রীয় সংগীতের তালমেল। আর এই ধারার মাধ্যমে দেবী কালীর অঙ্গাঙ্গী জুড়ে রয়েছেন আন্দুলের ‘প্রেমিক মহারাজ’-এর কালীকীর্তন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম হয়ে অতীত পরম্পরায় প্রায় সার্ধশতবর্ষ ধরে এই ধারার সংগীত ও কৃষ্টিকে আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি আজও অক্ষত রেখে চলেছে। নামে কালী কীর্তন হলেও সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় সংগীতের আধারে এই গান পরিবেশিত হয়। যে কোনো প্রচলিত কীর্তনের ধারাতে যেমন খোল বাজানো একটা রীতি, সেখানে ‘প্রেমিক মহারাজ’-এর কালীকীর্তনে পাখোয়াজ ও তবলা ব্যবহার করা হয়। অতীতের পরম্পরা মেনে এখ

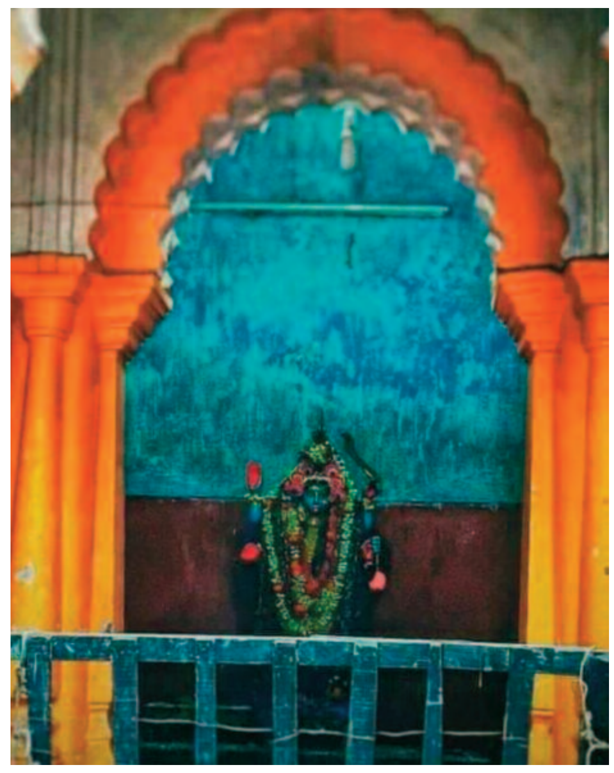

নও এই সংগীত পরিবেশনের সময়ে গেরুয়া বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকে জটাজুট ধারণ করা হয়। এভাবেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এভাবেই এই কালীকীর্তন পরিবেশিত হয়।

অধুনা মজে যাওয়া সরস্বতী নদীর ধার ঘেঁষে মাশিলা যাওয়ার পথে আন্দুল দক্ষিণ পাড়ায় ‘প্রেমিক ভবন’ অবস্থিত। যা কিনা কালীকীর্তন ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান বা আখড়া। আজ থেকে প্রায় ১৭৪ বছর আগে এখানে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাত্র ২২ বছর বয়সেই কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি ‘কবিরত্ন’ উপাধি পান। তিনি আন্দুলরাজের সভাকবিও ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে আন্দুল স্কুলের প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিতের দায়িত্বভার নেন। এই মহেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ছিলেন ঈশ্বর সাধনায় নিমগ্ন, আবার অপরদিকে ঘোরতর সংসারীও ছিলেন। সমান উৎসাহী ছিলেন সমাজসেবা, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সংস্কৃতি চর্চাতেও। তিনিই শাস্ত্রীয় সংগীতের আধারে রচনা করেন এই কালীকীর্তন। আর ভক্তরাই তাঁকে ‘প্রেমিক মহারাজ’ নামে সম্বোধন করেছিলেন। এহেন আন্দুল ‘প্রেমিক ভবনে’ বহু সাধক এসেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায় একবার স্বামী বিবেকানন্দও এখানে এসেছিলেন। যে তক্তপোষে স্বামীজি বসেছিলেন, তা আজও ‘প্রেমিক ভবনে’ সংরক্ষিত রয়েছে। স্থানীয় ইতিহাস গবেষকরা বলেন, ‘প্রেমিক মহারাজ’ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এছাড়াও তিনি স্বামীজির পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর গুরুদেব ছিলেন। ঐতিহাসিকদের আরও দাবি ধ্রুপদাঙ্গের কালীকীর্তনের উল্লেখ একমাত্র প্রেমিক মহারাজের সংগীতেই পাওয়া যায়। তাই আজও ধারাবাহিকভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ঐতিহ্য ও ভক্তিভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন রূপে ‘প্রেমিক মহারাজ’-এর কালীকীর্তন পরিবেশিত হয়ে আসছে।

টিকিয়াপাড়াতে গঙ্গার জল পরিশুদ্ধ করে পানীয় জলের শোধনাগার বসাচ্ছে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, টিকিয়াপাড়া: প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে প্রকৃতি প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ জল সংরক্ষণের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করল। ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষয় কমানোর লক্ষ্যে, পূর্ব রেলওয়ে ঝিল সাইডিং, বন্দে ভারত কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো, টিকিয়াপাড়া কোচিং ডিপো, ইএমইউ কার্শেড, বামনগাছিতে মিষ্টি জল সরবরাহের জন্য গঙ্গা নদীর জলকে পানীয় জলে রূপান্তর করতে টিকিয়াপাড়ায় একটি জল শোধনাগার স্থাপন করছে। এই পরিশ্রুত পানীয় জল রেলের সর্টিং ইয়ার্ড ও বামনগাছি রেলওয়ে কলোনি এলাকায় সরবরাহ করা হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে ।

টিকিয়াপাড়ার এই পরিশ্রুত পানীয় জল শোধনাগারের ধারণক্ষমতা প্রতিদিন ২৫ লাখ গ্যালন হবে। এইভাবে নদীর জলকে পানীয় জলে রূপান্তরিত করা এবং ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষয় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

যা বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি অপরিহার্য কাজ। এই জল শোধনাগারটি শুধুমাত্র কোচিং রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো, বাছাই ইয়ার্ড ইত্যাদিতে কর্মরত কর্মীদের জল সরবরাহ করবে না বরং রেল কলোনির একটি বিশাল জনগোষ্ঠীও পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্সে জল সরবরাহের জন্য নতুন পাইপলাইনের কাজও চলছে। নতুন পাইপলাইন সরবরাহ লাইন থেকে জলের ন্যূনতম অপচয় যাতে না হয় তা নিশ্চিত করবে। একইভাবে এটি জল সংরক্ষণের একটি পরিমাপ হিসাবেও কাজ করবে।

৮ নভেম্বর সমতা কো অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, করুণাময়ী শাখার ১২ তম গ্রাহক সচেতনতা কর্মসূচি দিবস পালিত হল। ব্যাংকের প্রায় ৬৫ জন আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতার সঙ্গে গ্রাহক নিরাপত্তা, পরিষেবা এবং অন্যান্য ব্যাংক সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। ব্যাংকের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান আশিস ঘোষ,ডাইরেক্টর সৌভিক মিত্র, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং শাখা নির্বাহক সমিত মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ালমার্ট-এর গ্রোথ সামিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়ালমার্ট রপ্তানির ব্যবসা বৃদ্ধি করতে নয়া দিল্লিতে আগামী ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে গ্রোথ সামিটের। ওয়ালমার্ট- এর লক্ষ্যে নতুন পণ্য তৈরি করা এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত থেকে তিনগুণ রপ্তানি বাড়িয়ে বার্ষিক ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন, যা ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা যাবে। এই ইভেন্টের লক্ষ্য হল মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে রপ্তানি বাড়ানো। ওয়ালমার্টের সোর্সিং এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া অ্যালব্রাইট বলেন, ওয়ালমার্ট ভারতে দীর্ঘকাল ধরে বিনিয়োগ করেছে এবং নতুনদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে রপ্তানি সম্প্রসারণ করতে চাইছে।

লাকি ড্র কনটেস্টে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস (মাস্ট)

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই ধনতেরাস। আর সেই উপলক্ষ্যে গয়নার বিপনি সাজিয়ে বসেছে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। এরই পাশাপাশি ধনতেরাস উপলক্ষ্যে সংস্থার তরফ থেকে একটি লাকি ড্র কনটেস্টের আয়োজন করা হয়। যার প্রথম রাউন্ডের বিজয়ীদের হাতে বুধবার মৌলালি শোরুমে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। এদিনের অনুষ্ঠানেউপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অফ ডিজাইন অ্যান্ড মার্কেটিং জয়িতা সেন এবং টলিউড অভিনেত্রী ঈশা সাহাও। ঈশা এই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরও বটে।

সরকারি জলাশয়ে আর বিনামূল্যে মাছ চাষ নয়, দিতে হবে রাজস্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি জলাশয়ে মাছ চাষের ওপর নজরদারি করতে সর্বোচ্চ স্তরের কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। সেখানেই এই কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে বহু সংখ্যক জলাশয় রয়েছে। সেই জলাশয়ে ব্যাক্তিগত বা সমষ্ঠিগত ভাবে মাছ চাষ করেন স্থানীয়রা। কিন্তু সরকারকে কোনও রকম রাজস্ব দেওয়া হয় না।

এমতা বস্থায় রাজ্য সরকার সরকারি খাস জমিতে থাকা বিভিন্ন জলাশয়গুলি থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হল রাজ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এইজন্য কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিটির অপর দুই সদস্য রয়েছেন জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই ধরনের যে সব জলাশয়ে সরকারকে কোনও রাজস্ব না দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে সেগুলিকে চিহ্নিত করে তার থেকে কীভাবে আয় করা যায় কমিটি তা নিয়ে সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, মৎস্য দপ্তর মাছ চাষের জন্য নিয়ম মেনে জলাশয়গুলি লিজ দেবে। এর ফলে মাছ উৎপাদন বাড়বে। পাশাপাশি লিজ দিয়ে রাজ্য সরকারের আয়ও বাড়বে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন বেশিরভাগ জলাশয়ই বেদখল হয়ে রয়েছে। অনেকে সেখানে মাছচাষও করছেন। অথচ সরকারি জলাশয় হওয়া সত্ত্বেও সেখান থেকে সরকারের কোনও আয় হচ্ছে না। তাই ওই সব জলাশয়ের স্থায়ী বিলি বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়াতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বুধবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বাসের চাকায়পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ওই ব্যক্তির। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি হাওড়া নেতাজি সুভাষ রোডের দালাল পুকুরের সামনে ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি পথ পার হওয়ার সময় হাওড়া রামরাজাতলা ৫২ নম্বর রুটের বাস তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির । পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘাতক বাসটির চালক দুর্ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূর আগে বাস রেখে চম্পট দেয়। পলাতক বাস চালকের খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

লাকি ড্র কনটেস্টে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই ধনতেরাস। আর সেই উপলক্ষ্যে গয়নার বিপনি সাজিয়ে বসেছে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। এরই পাশাপাশি ধনতেরাস উপলক্ষ্যে সংস্থার তরফ থেকে একটি লাকি ড্র কনটেস্টের আয়োজন করা হয়। যার প্রথম রাউন্ডের বিজয়ীদের হাতে বুধবার মৌলালি শোরুমে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। এদিনের অনুষ্ঠানেউপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অফ ডিজাইন অ্যান্ড মার্কেটিং জয়িতা সেন এবং টলিউড অভিনেত্রী ঈশা সাহাও। ঈশা এই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরও বটে।

কৃষিক্ষেত্রে সারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী রবি মরসুমের আগে কৃষিক্ষেত্রে সারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার পর্যালোচনা বৈঠকে বসতে চলেছে। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সচিব ওঙ্কার সিং মিনার উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে প্রস্তাবিত এই ভার্চুয়াল বৈঠকে জেলার কৃষি আধিকারিকরা ছাড়াও বিভিন্ন সার উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী সার না মেলায় তা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছেন। নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব কেন্দ্রকে এই চিঠি লিখেছেন ১ নভেম্বর।

এডুকেয়ারের বাৎসরিক অনুষ্ঠান।

পর্যটনক্ষেত্রকে শিল্পের স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পর্যটনক্ষেত্রকে শিল্পের স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শিল্পপতি ও বণিকসভার পক্ষ থেকে পর্যটনকে শিল্পের তকমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্পের তকমা পেলে পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়বে। যাঁরা পর্যটন কেন্দ্র গড়তে চান, তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে বড় অঙ্কের ঋণ পেতে পারবেন। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়েও সুবিধা হবে। ‘ফ্রি হোল্ড’ অর্থাৎ লিজে পাওয়া জমির মালিকানা পেতে সুবিধা হবে। জমির চরিত্র বদল সহজে করা যাবে। জল, বিদ্যুৎ, বিনোদন সংক্রান্ত করের ক্ষেত্রে প্রচুর ছাড় পাওয়া যাবে। এক জানালা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র সহজে মিলবে। শিল্পের জন্য রাজ্য সরকারের যে বিশেষ নীতি রয়েছে পর্যটন ক্ষেত্রের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের পরই মুখ্যমন্ত্রী পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের যে প্রান্তেই গেছেন, সেখানে নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলায় দিশা দেখিয়েছেন। গজলডোবা পর্যটন কেন্দ্র তাঁরই ভাবনার ফসল। বাঙালিরা ভ্রমণপিপাসু, তাই পর্যটনকেন্দ্র যত বাড়বে তত সেই এলাকার আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে। এই ক্ষেত্রটিকে আরও উন্নত করতেই। শিল্পের তকমা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন প্রশাসক মহলের একাংশ।

কাঁচড়াপাড়ার রঘু ডাকাতের কালীবাড়ির খ্যাতি ক্রমশ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ার বাবু ব্লকে বনগাঁ রোডের ওপর অবস্থিত কুখ্যাত রঘু ডাকাতের স্মৃতি বিজড়িত পাঁচশো বছরের অধিক প্রাচীন কালীবাড়ি। কথিত আছে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রায় সর্বত্রই ডাকাতদের আস্তানা ছিল। তৎকালীন সময়ে জঙ্গলে ঘেরা কাঁচড়াপাড়ার বাবু ব্লক ছিল ডাকাত সর্দার রঘু ডাকাত ও তাঁর শাকরেদদের মুক্তাঞ্চল। এখানকার ইতিহাস বলছে, এখানে নিম গাছের নীচে ছিল কালী মায়ের থান। ডাকাতরা মায়ের থানে সিঁদুর-চন্দন চর্চিত করে পুজো করে অভিযানে বের হত। তবে আজ সবই অতীত। উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষের দিকে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে এক পন্ডিত ব্রাহ্মণ সন্তান এসে জঙ্গল পরিষ্কার করেছিলেন। দিনের বেলায় পতিজি গান গেয়ে সময় কাটাতেন। স্থানীয়রা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে একটি হারমোনিয়াম উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি হারমোনিয়াম বাবা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সেই হারমোনিয়াম বাবা ডাকাত কালীর থান সংস্কার করে তামার ফলকে দক্ষিণাকালীর মূর্তি খোদিত করেন। তিনিই কালীমন্দিরের ডান দিকে সীতারাম মন্দির ও বাঁদিকে বজরংবলির মন্দির গড়ে তোলেন। এখানে দেবীর নিত্য পুজো হয়। তাছাড়া কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে উৎসব হয়। দেবী এখানে জাগ্রত। মনস্কামনা পূরণের জন্য বাংলা ছাড়িয়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় থেকে ভক্তেরা এখানে আসেন। সরকারি সহযোগিতা না মিললেও, ভক্তদের অনুদানেই টিকে রয়েছে রঘু ডাকাতের স্মৃতিধন্য এই কালীবাড়ি। আর ভক্তদের সমাগমে এই কালীবাড়ির খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। মন্দিরের পূজারী আনন্দ ভূষণ চৌবে বলেন, এই মন্দির যেখানে গড়ে উঠেছে, আগে সেখানে জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করতেন রঘু ডাকাত। তিনি মায়ের আদেশ নিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন। ডাকাতি করে তাঁর দলবল নিয়ে এখানে তিনি ফিরে আসতেন। মা-কে প্রণাম করে তিনি লুঠের সামগ্রী নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়া করতেন। পূজারী আরও বলেন, বছরে একবার ঘটা করে মায়ের পুজো করতেন। আর পুজোর দিন রঘুডাকাত নরবলি দিতেন। কিন্তু হারমোনিয়াম বাবা এখানে আসার পর বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়। তবে রঘু ডাকাতের এই আবাসস্থলের সুড়ঙ্গপথ নিয়ে এখনও অন্ধকারে কাঁচড়াপাড়াবাসী। এপ্রসঙ্গে মন্দিরের পূজারী আনন্দ ভূষণ চৌবে বলেন, রঘু ডাকাত যেখানে বসবাস করতেন, পালানোর জন্য সেখানে তিনটি গোপন সুড়ঙ্গপথ ছিল। শুনেছি, একবার পথ কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের দিকে উঠত। হালিশহর রামপ্রসাদের ভিটার দিকে গঙ্গার ধারে এবং আরেকটি সুড়ঙ্গপথ কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপের দিকে উঠত। কিন্তু সেই সুড়ঙ্গপথের বিষয়ে সকলেই অন্ধকারে।

বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অনর্থক খরচ বাঁচাতে বদ্ধপরিকর কলকাতা পুরসভা

ছটপুজোতেই নেওয়া হচ্ছে পদক্ষেপ

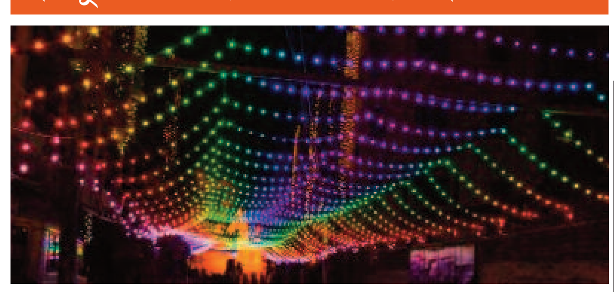

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এবার অনর্থক খরচ বাঁচাতে বদ্ধপরিকর কলকাতা পুরসভা। যার জের পড়ছে আসন্ন ছটপুজোতেই। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, ছটপুজোর আলোর খরচ ৩৫ লক্ষের মধ্যে বাঁধতে চাইছে তারা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, গত বছর আলোবাবদ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল কলকাতা পুরসভার। ১৭ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর ছট পুজো। এদিকে এই প্রসঙ্গে মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি জানান, মেয়র ফিরহাদ হাকিম অযথা খরচ কমাতে বলেছেন। আমরাও চেষ্টা করছি অযথা খরচে রাশ টানতে। বাজেট কমলেও ঘাট অন্ধকার থাকবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো থাকবে ছট পুজোর দিনগুলিতে।

একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বিদ্যুতের এই খরচ বাঁচাতে আপাতত দু'টো দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে পুরসভা। গত বছর অর্থাৎ ২০২২-এ বড় ঘাটপিছু ৫০ হাজার টাকার আলো লাগানো হয়েছিল। এবার সেখানে ৩৫ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে সম্পূর্ণ আলোর বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুরসভা। তবে পুজোর দিনগুলোয় আলো ঝলমলে থাকবে ঘাট, এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। দ্বিতীয়ত, ছট পুজোর আলো চারদিনের বেশি না রাখার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মেয়র পারিষদ (আলো) সন্দীপ রঞ্জন বক্সি জানান, পুজোর পরে অযথা অতিরিক্ত আলো লাগিয়ে খরচ করার দিকে হাঁটবে না পুরসভা। ২০ নভেম্বর ছট পুজো মিটে গেলে দ্রুত অতিরিক্ত আলো খুলে ফেলবে পুরসভা। প্রসঙ্গত, এই ছটপুজো উপলক্ষ্যে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ১৮ টি জায়গার তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে পুরসভার হাতে। এই সব ঘাটে আলোর বন্দোবস্ত করতে হবে। এই ১৮ টি ঘাটের যে তালিকা রয়েছে তার মধ্যে নর্থ ডিভিশন ডিসি অফিস ছাড়াও রয়েছে বাজে কদমতলা ঘাট, গোয়ালিয়র ঘাট, দইঘাট, নিমতলা ঘাট, বিচালি ঘাট, বিএনআর ঘাট, সুরিনাম ঘাট, হুগলি জুটমিল ঘাট, খিদিরপুরের সামনে আদি গঙ্গা ঘাট, তক্তা ঘাট, বাগবাজার ঘাট, বাবু ঘাট, কুমারটুলি ঘাট, মায়ের ঘাট। শুধু ঘাট নয়, একাধিক জলাশয়েও হবে ছটপুজো। সেগুলোও আলো দিয়ে সাজিয়ে দেবে বলে আশ্বাস মিলেছে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। পুরসভা সূত্রে খবর, চারটে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করা হচ্ছে পুরসভা এলাকায়।

হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। চাকরির নামে প্রতারণা মামলায় স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী। কোতুলপুরের চাকরি নামে প্রতারণার এফআইআর-র ওপর দেওয়া হয়েছে স্থগিতাদেশ। আগেই পুলিশের সমন গিয়েছিল সৌমিত্রর কাছে। তৈরি হয়েছিল গ্রেপ্তারির আশঙ্কাও। তারপরেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিষ্ণুপুরের সাংসদ। সেই মামলারই শুনানি ছিল এদিন। সৌমিত্রর আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলায় স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের সাংসদ থাকাকালীন চাকরি প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত হন সৌমিত্র খাঁ। আর এই মামলা চলছিল ২০১৫ সাল থেকে। এরপর ২০১৯ সালে বিজেপি সাংসদ হওয়ার পর এই মামলায় আসে নতুন মাত্রা। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাকরি প্রতারণার মামলার নতুন করে এফআইআর করা হয় সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে। এই ঘটনা শোরগোল পড়ে বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই তাঁর বিরুদ্ধে তোলা চারটি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করতে দেখা গিয়েছিল সৌমিত্রকে। ২০১৯ সালের পাত্রসায়ের ও বিষ্ণুপুর থানায় দুটি পৃথক মামলা দায়ের হয়। ২০২৩ সালে সোনামুখি থানাতেও দুটি পৃথক মামলা দায়ের হয় সাংসদ সৌমিত্র খাঁর নামে। আগেই এই মামলাগুলিতে হাইকোর্ট সাংসদকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই আত্মসমর্পণ করেন সৌমিত্র খাঁ।

অভিষেককে দিল্লি কিংবা ওড়িশাতে বেড়াতে যেতে হতে পারে, দাবি বিজেপি নেতা মনোজ ব্যানার্জির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছে ইডি। অভিষেককে ফের ইডি তলব নিয়ে বুধবার বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি দাবি করলেন, দিল্লি কিংবা ওড়িশাতে ওনাকে বেড়াতে যেতে হতে পারে। এদিন ভাটপাড়া পুরসভায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিতে মনোজ ব্যানার্জি বলেন, অভিষেক কেন আরও অনেকেই ডাকা হতে পারে। তবে আশা রাখব, লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিষেক একবার দিল্লি ঘুরে আসুক। মনোজ বাবু আরও বলেন, রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় দুর্নীতি হয়েছে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন ভাটপাড়া পুরসভায় বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। তার দাবি, দুর্নীতিতে যারা যুক্ত, তাদের সকলের ঠাঁই হবে জেলে। এদিন দুপুরে কাঁকিনাড়ার মানিকপীর বাজার থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন ভাটপাড়া মণ্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও গোপাল সাউ, ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার প্রদ্যুৎ ঘোষ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস প্রমুখ।

শিশির অধিকারীর সম্পত্তি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাংসদ শিশির অধিকারীর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। বুধবার তিনি দাবি করেন, যে সময় সারদা কর্তারা অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে তোলাবাজি এবং প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন, ঠিক সেই সময়েই শিশির অধিকারীর সম্পত্তির আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি হয়েছে। আর এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোথাও এক যোগসূত্রও খুঁজে পাচ্ছেন বলেও এই দুই ঘটনার যোগসূত্র আছে বলে বুধবার জানান তিনি। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং ইডি ও সিবিআইয়ের ডিরেক্টরকেও চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলীয় মুখপাত্রের।

একইসঙ্গে কুণাল এও জানান, সুদীপ্ত সেন আদালতে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছেন ২০১১-১২ সালে অধিকারী পরিবারের সদস্যারা তোলাবাজি করে তাঁর থেকে টাকা তুলেছে। আবার ওই একই সময়ে শিশির অধিকারীর সম্পত্তি কয়েক কোটি টাকা বেড়েছে। যেহেতু একই সময়ে দুটি ঘটনা ঘটছে তাই অবিলম্বে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে ন্র সঙ্গে এই সম্পত্তি মামলার তদন্ত করা হোক। সিবিআই-ইডি বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি টাকা খুঁজছে, কাঁথি পুরসভার কোষাগারে এত টাকা পড়ে রয়েছে, সেটা কেন উদ্ধার হচ্ছে না, বুধবার সে প্রশ্নও তোলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে শিশির অধিকারীর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কুণাল। তাঁর দাবি অনুযায়ী, কাঁথির সাংসদের সম্পত্তি ২০০৯ সালের নির্বাচনী হলফনামায় ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। সেখান থেকে মাত্র ৩ বছরে অর্থাৎ ২০১২ সালে শিশিরের সম্পদের পরিমাণই দাঁড়ায় ১০ কোটিরও বেশি! এরই রেশ ধরে তৃণমূল মুখপাত্রের প্রশ্ন, 'ঠিক যে সময় সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন অধিকারী পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি করে ব্ল্যাকমেইল করে তাঁর থেকে টাকা তোলার অভিযোগ করেছেন, সেই সময়ই শিশির অধিকারীর সম্পত্তি এত বাড়ল কী করে?'

আর এরই প্রেক্ষিতে সারদা মামলা এবং শিশির অধিকারীর সম্পত্তি বৃদ্ধির যোগসূত্র আছে বলে দাবি তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ইডি এবং সিবিআই ডিরেক্টরকে চিঠি লেখেন তিনি। একইসঙ্গে কুণাল এ প্রশ্নও তোলেন, 'শিশিরের সম্পত্তি নিয়ে অভিযোগ আনার পর বিভিন্নভাবে আমাকে আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু ১০ কোটি টাকা তাঁর আছে কিনা, সেটা বলছেন না কেন? আমি না হয় খারাপ মানুষ, কিন্তু শিশিরবাবু বলুন ১০ কোটির হিসাব ঠিক কিনা? যদি ঠিক হয়, তাহলে সারদার টাকা যে অধিকারী ভাইরা বাবার অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেয়নি, সেটা কী করে প্রমাণ করবেন?

বিশ্বকাপের টিকিট নিয়ে প্রতারণার দায়ে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩-এর বিশ্বকাপে টিকিটের দেদার কালোবাজারির অভিযোগ সামনে এসেছে বারবার। এরই মধ্যে ঘোলা জলে মাছ ধরতে সুবিধা হবে বলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল প্রতারণার চক্রও। এই চক্র প্রলোভনও দেখিয়েছিল যে ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট মিলবে। আর সেখানেই উঠেছে মোটা টাকার প্রতারণার অভিযোগ। ফেসবুকে নিজেকে সিএবি অফিসিয়াল পরিচয় দিয়ে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে ৯৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছিল এক যুবক। সেই নিয়ে কলকাতা পুলিশের সাইবার থানায় অভিযোগও হয়। এরপর এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মালদা থেকে ওই প্রতারককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রনি ঘোষ। পুলিশ সূত্রে খবর, রনির বাড়ি মালদার দরিয়াপুর এলাকায়। সূত্রে খবর, রনি ঘোষ নামে ওই যুবক সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গ্রুপে চড়া দামে টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই ফাঁদে পা দেন কলকাতার গল্ফগ্রিন এলাকার বাসিন্দা সৌম্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। ওই প্রতারকের ফাঁদে পা দেন। ওই প্রতারকের দেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টিকিট পাওয়ার আশায় ৯৪ হাজার টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যজিৎ। এরপর প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে এই বিষয়ে। এরপর মঙ্গলবার সন্ধেয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় দু'টি মোবাইলও। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবক অনলাইন গেমের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, প্রতারণার ৯৪ হাজার টাকা সেই অনলাইন গেমেই বিনিয়োগ করেছিল ধৃত যুবক।

বিজ্ঞপ্তি

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমি **শ্রী ছোটু গড়াই,** পিতা গণপতি গড়াই, গ্রাম- কারুলিয়া, পোস্ট অফিস - কৈথন, পুলিশ স্টেশন-কাটোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান, গত ০৮/০৬/২০২৩ তারিখে কৈচর বাস স্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক ৯.৩০ মিনিটে আমার ক্রয় করা একটি দলিল হারিয়ে গেছে। দলিলের নং I-03353 of 2011 (Serial No. - 03097 of 2011)। সম্পত্তির ঠিকানা- Holding No. 197/16, D D Tewari Road, Raiganj, Burdwan, PIN- 713102. **GDE No. 162 Date 07.11.23** উক্ত দলিলগুলি কোন ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন তা হলে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ফেরৎ দিয়ে গেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

তারিখঃ ০৯.১১.২০২৩

শ্রী ছোটু গড়াই, পিতা গণপতি গড়াই, গ্রাম- কারুলিয়া, পোস্ট অফিস - কৈথন, পুলিশ স্টেশন-কাটোয়া, জেলা পূর্ব বর্ধমান।

ফর্ম নং ১৪

[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)] রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা
(ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/3/2022

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রীমতি ফুলঝরি দেবী রায়

প্রতি
(সিডি ১) শ্রীমতি ফুলঝরি দেবী রায়, ৮, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, মেল মোটর সার্ভিসের নিকট, পো. ট্যাংরা, থানা - নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০০১৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/596/2015** অনুযায়ী পরিমাণ **২৯৫৬২৩৪.৯১ টাকা (উনত্রিশ লাখ ছাপান্ন হাজার দুশো চৌত্রিশ টাকা এবং একানব্বই পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৩.২০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২৭.০৭.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **৩২০০০ (বত্রিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২১.১১.২০২৩** তারিখে সকাল **১১.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :

ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য

খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত

তারিখ : **১৯.০৯.২০২৩**

স্বা/- (বনশ্রী গুহ নিয়োগী)
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল,
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৮০১/৭৬৬

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৩১.০৭.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা স্বপন কুমার চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি পুরারিনি চক্রবর্তী** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১,২৭,৮৮,৭৬৩.১৪ টাকা (এক কোটি সাতাশ লাখ অষ্টআশি হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) টাকা ১০.০৫.২০২৩ এবং ১১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ, শুল্ক নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর **১,২৭,৮৮,৭৬৩.১৪ টাকা** (এক কোটি সাতাশ লাখ অষ্টআশি হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) টাকা ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১০.০৫.২০২৩ এবং ১১.০৫.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১ ছটাক ২৬ বর্গফুট বাস্তবিক পরিমাণ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- মন্ডলপাড়া গ্রাম, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৯০, তৌজি নং ২৩, ২৬, ৩২, ৪১১, খতিয়ান নং ১১৮, দাগ নং ১৮ এবং ১৯, প্রেমিসেস নং ২৩এ, ডায়মন্ডহারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪, থানা-বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৬৩১, ডায়মন্ড হারবার রোডস্থিত সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ঝর্ণা রানি গুহ'র ভবন, **পূর্বে :** ১০ সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ০৯.১১.২০২৩ স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স আনমল বেভারেজেস প্রা. লি.** ৫এ, ম্যাঙ্গো লেন, রুম নং ২২০, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং **ডিরেক্টর(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণ ১) শ্রী দিব্যাঙ্ক জৈন** সাকিন ১৩২/১, ধর্মতলা রোড, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬ এবং **২) শ্রীমতি অতুল্য গুপ্তা,** সাকিন ৩৫, ড. অবনী দত্ত রোড, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬ কে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৫৭,৩৫,২৫৮.১০ টাকা (এক কোটি সাতান্ন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো আটান্ন টাকা এবং দশ পয়সা) টাকা ১১.০৫.২০২৩** থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)কে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১,৫৭,৩৫,২৫৮.১০ টাকা (এক কোটি সাতান্ন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো আটান্ন টাকা এবং দশ পয়সা) টাকা ১১.০৫.২০২৩** থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট বিক্রয় দলিল নং ৫৪৫৫-২০২১ সালের, সকল বাণিজ্যিক অংশ ৩৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ২য় তলে নবনির্মিত ভবন পরিচিত "আদ্যা ভাল্লে" অবস্থিত মৌজা- কুমড়াখালি, জেএল নং ৪৮, আরএস দাগ নং ১১৮১ এবং ১১৮২, তৌজি নং ২৬০, হোল্ডিং নং ৪৬০, সোনারপুর স্টেশন রোড, গ্রিন পার্ক, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, থানা-সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩, সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী দিব্যাঙ্ক জৈন এর নামে।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৭.১১.২০২৩
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (৬১৫৯১)
পঞ্চান্নগ্রাম শাখা
১৫১৬, লস্করহাট, শ্রফ সিয়েনা
কলকাতা-৭০০০৩৯, ইমেল : sbi.61591@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই পঞ্চান্নগ্রাম শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : রণজিৎ মুখার্জি

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৮.২০০ গ্রাম নিট ওজন ১৭.০০০ গ্রাম	১টি নেকলেস
২.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩.৯০০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৩০০ গ্রাম	২টি কানের দুল
৩.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ২.৮০০ গ্রাম নিট ওজন ২.৫০০ গ্রাম	১টি আংটি
৪.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৫০.৭০০ গ্রাম নিট ওজন ৪.০০০ গ্রাম	২টি শাখা বাঁধানো
৫.	১৭.১১.২০২৩	বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ২১.১০০ গ্রাম নিট ওজন ৩.০০০ গ্রাম	২টি পলা বাঁধানো

স্থান: পঞ্চান্নগ্রাম, তারিখ: ০৯.১১.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান বৈঙ্ক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১৪.১২.২০২৩ (ক্রম নং ১) এবং ২৯.১২.২০২৩ (ক্রম নং ২) তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : **শ্রী সফিউল ইসলাম,** পিতা প্রয়াত ইদ্রিশ শেখ, গ্রাম-সায়েদপাড়া, পো-একপাহাড়িয়া, থানা-বারওয়ান, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২, পশ্চিমবঙ্গ। ২. জামিনদাতা : **নাজামিন বিবি,** গ্রাম-সায়েদপাড়া, পো-একপাহাড়িয়া, থানা-বারওয়ান, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২, পশ্চিমবঙ্গ। খ) **শিউলি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি মৌজা- শ্রীহট্ট, জেএল নং ৫৩, খতিয়ান নং এলআর ২৪১, প্লট নং ১৬০৬ (পুরানো) হাল ২০৫৬, বিপ্র শেখর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- একপাহাড়িয়া, থানা- বারওয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি- বাটী, জমির এরিয়া - ১০.০০ ডেসিমেল। **সম্পত্তি মহ সফিউল ইসলাম,** পিতা প্রয়াত ইদ্রিশ শেখ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণ : রাবু শেখ এর ভবন, পূর্বে : আনিসুর রহমানের খালি জমি, পশ্চিমে : আমির আলি ভবন সমন্বিত।	**৪৩,৪৪,৩৪৮.৮১ টাকা** (তেতাল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো আটচল্লিশ টাকা এবং একাশি পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই+এমওএক্স = ১২,৩৮,২৭৯.০০ টাকা + ৩১,০২,৫২৯.৮১ টাকা + ৩,৫৪০.০০) টাকা **০৬.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৯.৫৮ লাখ টাকা (*)** (নয় লাখ আটান্ন হাজার টাকা) **খ) ১.০০ লাখ টাকা** (এক লাখ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB12274864936** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স এফআরএ অর্থসিস, (স্বত্বা : সুমিত কুমার বোস)** এ-৮/২৩, কল্যাণী, জেলা -নদিয়া, পিন- ৭৪১২৩৫। ২. **স্বত্বাধিকারী /ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা : শ্রী সুমিত কুমার বোস, পিতা শঙ্কর বোস,** ৫৩/৬৮/৪৭, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৩৪, পশ্চিমবঙ্গ। ৩. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : **শ্রীমতি মুকুল বোস,** স্বামী শঙ্কর বোস, ৫৩/৬৮/৪৭, বরেন্দ্র গলি মেন রোড, হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৩৪, পশ্চিমবঙ্গ। খ) **কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট শাখা**	সকল অংশ জমি এবং ভবন **শ্রীমতি মুকুল বোস,** স্বামী শঙ্কর বোস, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩২১৫, তারিখ ২৫.০৫.১৯৮৮ অবস্থিত ৫৩/৬৮/৪৭ বরেন্দ্র গলি মেন রোড, ওয়ার্ড নং ০৯, হালিশহর পুরসভা, থানা- বীজপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা- হালিশহর, দাগ নং ২২৭৬, খতিয়ান নং ১৬৯, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৩৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বরেন্দ্র গলি মেন রোড, দক্ষিণে : জীবনধন ভারতএবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : শীলা ঘোষ হাজরার সম্পত্তি, পশ্চিমে : শঙ্কর বোস এবং সরোজ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।	**১৯,৩৪,২০৮.৪৯ টাকা** (উনিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার দুশো আট টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ১৪,৮২,৭০১.৬৫ টাকা + ৪,৫১,৫০৬.৮৪ টাকা) **০৫.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ২২.৩২ লাখ টাকা (*)** (বাইশ লাখ বত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ২.২৫ লাখ টাকা** (দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB130179086639** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৪.১২.২০২৩ (ক্রম নং ১) এবং ২৯.১২.২০২৩ (ক্রম নং ২)
সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৮.১১.২০২৩, স্থান : বহরমপুর **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

সম্পাদকীয়

‘প্রাতিষ্ঠানিক’ অপদার্থতাই আজ আমাদের বড় সম্পদ

বলা হচ্ছে, আপৎকালীন নির্গমন পথের ভূগর্ভস্থ ধাপগুলি তৈরির জন্য খননকার্যের সময় বেগে জল বার হতে থাকে। তা দ্রুত সুড়ঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রকে প্লাবিত করার ফলে মাটি গলে যাওয়ায় কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটি মত হল, গঙ্গার জোয়ারের সময় জলের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। বৌবাজারের সঙ্গে গঙ্গার জলের সংযোগ আছে। সাধারণ মানুষের এখনও মনে থাকার কথা, কয়েক মাস আগে দুর্গা পিতুরি লেন এবং সেকরাপাড়া লেনে দুর্ঘটনার সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দল ওই স্থানে ‘অ্যাকুইফার’ নামক ভূগর্ভে জলের স্বাভাবিক উৎসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সম্ভবত খননের সময় গঙ্গাজলের হাইড্র্যান্ট বা তার ভূগর্ভস্থ পাইপ ফুটো করে বিপদ ঘটিয়েছেন মেট্রোর শ্রমিকরা। এই সব পাইপলাইন ব্রিটিশ শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল এবং তার বিস্তারিত ম্যাপ ও নকশা পুর-কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল। মেট্রো কর্তৃপক্ষ তা সংগ্রহ করে সেই নকশা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিকল্পনা করে খননকাজ শুরু করেছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবত, কোনও উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারও খননকালে ওই স্থানে ছিলেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মেট্রোর কাজ চলার সময় পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার থাকেন না। আর একটি কথা হল, কলকাতার মতো নিচু ভূস্তরের অঞ্চলে চার-পাঁচ ফুট নীচেই জল চুইয়ে আসে। ভগ্নস্তূপ ও বোজানো জলাভূমির উপর শহর গড়া হয়েছে। তাই ঘনবসতি অঞ্চলে অধিকতর গভীরতায় যেতে হলে পাম্প এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ‘ওয়েল পয়েন্ট’ নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু রেখে কাজ করা হয়। বর্ষার ঠিক পরে ঝুঁকি আরও বেশি। তাই এটা অতি প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, ভূগর্ভে সর্বত্র বহু ধরনের যন্ত্রপাতি বসানো থাকতে পারে। তাই সতর্কতার সঙ্গে খনন করা আবশ্যক। তা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। মেট্রো কর্তৃপক্ষ এগুলি ঠিকাদারের দায় মনে করেন। আর, ঠিকাদার মনে করেন এগুলি সাব-কন্ট্র্যাক্টরের দায়। ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করা এবং দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ কবে শেষ হবে, সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট ভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না। হাওড়া-শিয়ালদহ সরল পথকে জটিল করে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্ব ও সময়ের অপচয় বাড়িয়ে কাজ চলছে। আধুনিক প্রযুক্তির ঠিকমতো ব্যবহার না করার বহু উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে এ দেশে। অথচ, উন্নতির প্রধান শর্ত উন্নত গুণমান। এই সব ঘটনা মোটেই জনসাধারণের উৎসাহ বাড়ায় না। বরং, আমাদের চিরাচরিত ‘চলছে-চলবে’র বার্তাই প্রচার করে। বিবেকানন্দ ফ্লাইওভারে কোনও ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি ছাড়াই রাতের পর রাত ঢালাই করা হয়েছে। তা-ও তাঁরা ক্লিনচিট পেয়েছেন। দশ বছর কেটে যাওয়ার পরও সেটি কবে হবে, কেউ জানে না। প্রকল্পটি পাঁচ দশকের পুরনো। প্রাতিষ্ঠানিক অপদার্থতাই আজ আমাদের ‘প্রধান সম্পদ’।

শাশ্বত কথা

জীব এবং ঈশ্বর

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর : মানবদেহের প্রত্যেক কোষ (সেল) এর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও দেহ যেমন একটি অখণ্ড বস্তু, ঠিক তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। সমষ্টি ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে,দেহ যেমন কোষের ওপর নির্ভর করে, বিপরীত সত্য। জীব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরস্পর সাপেক্ষ,একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্যকেও থাকতে হবে। আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

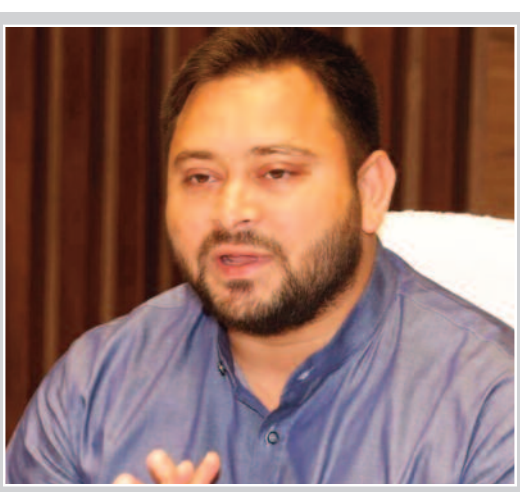

তেজস্বী যাদব

১৯৪৪ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী চিত্রেশ দাসের জন্মদিন।
১৯৫১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কল্যাণ চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তেজস্বী যাদবের জন্মদিন।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে কৃষকভোট

অর্ক গোস্বামী

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গেছে। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামের অর্থনীতি তে কৃষিক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে । উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সবকটি রাজ্যে জাতীয় গড় অপেক্ষা বেশি সংখ্যক মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল! ফলত ন

এই নির্বাচনে রাজ্যগুলিতে কৃষিজীবী মানুষদের ভোট চূড়ান্ত ফলাফলে ভালরকম প্রভাব ফেলবে। ২০২২-২৩ সালে দেশের মোট জাতীয় আয়ের ১৮.৪ শতাংশ এসেছে কৃষিক্ষেত্র থেকে এবং ৪৫.৮ শতাংশ মানুষ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরো বেশি। মধ্যপ্রদেশে ক্ষেত্রে রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদনে কৃষি থেকে মোট মুল্য সংযোজনের (গ্রস ভ্যলু অ্যাডেড) পরিমান ৪৪. ২ শতাংশ, যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৮.৯ শতাংশ, এবং ছত্তিসগড়ের ক্ষেত্রে ২১.৭৯ শতাংশ। অপর দিকে ছত্তিসগড়ের মোট কর্মক্ষম জনতার ৬২.৬ শতাংশ জীবনজীবিকার জন্য কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৫৯.৮ এবং রাজস্থানের ৫৪.৮ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। তেলেঙ্গানা রাজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র থেকে রাজ্যের অর্থনীতিতে মোট মুল্য সংযোজন. যদিও জাতীয় গড়ের (১৮.৪) থেকে কম, ১৭.৭ শতাংশ তবে রাজ্যের ৪৭ .৩ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল।মিজোরামের অর্থনীতিতেও কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর জীবন যাপন করেন এবং রাজ্যের মোট আয়ের ১৯ শতাংশ কৃষি থেকে আসে। তাই বলা বাহুল্য যে এই পাঁচটি রাজ্যের কৃষিবিষয়ক ইস্যু গুলি ভোটের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে! যে দল কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা গুলির সমাধানে সঠিক দিশা দেখাতে পারবে তারাই নির্বাচনে এগিয়ে থাকবে বলাই বাহুল্য।

এবার একে একে দেখা যাক কোন রাজ্যে চিত্র কিরকম?

রাজস্থানের মোট বপন যোগ্য জমির পরিমান ১৮০.৩ লাখ হেক্টর এবং ভারতের রাজ্য গুলির মধ্যে সর্বাধিক কৃষি বিবিধতা দেখা যায় এই রাজ্যে। দুধ উৎপাদনে সর্বোচ্চ এই রাজ্যের নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু হতে চলেছে গোলাপি বলওর্মের আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্থ তুলা যা আটলাখ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছিলো। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রীগঙ্গানগর এবং হনুমানগড় জেলা চাষিরা। তাই এই দুই জেলার সমস্যার সমাধান নাহলে এখানকার ভোটাররা ভোট বাক্সে সুইং ধরিয়ে দিতে পারে!

এরপরে আসে মধ্যপ্রদেশ। মোট বপন যোগ্য জমির পরিমাণ ১৫৫ লাখ হেক্টর, যদিও রাজস্থানের থেকে কম কিন্তু দেশের সর্বাধিক চাষযোগ্য জমি রয়েছে এই রাজ্যে, যার পরিমান ২৮২.৮ লাখ হেক্টর। সেচ সংস্কার, খালের কংক্রিট লাইনিং, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও বিগত দু বছর ধরে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল সোয়াবিনের দাত পড়তির দিকে। ‘দিবস মান্ডি’ তে কুইন্টাল প্রতি সোয়াবিনের বর্তমান দাম ন্যুনতম সহায়ক মুল্যের চেয়ে কম। চাষিরা বাধ্য হচ্ছেন কমদামে ফসল বিক্রি করতে। দুবছর আগেও কুইন্টাল প্রতি সোয়াবিন ৬০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান না হলে এর প্রভাব অন্যন্য চাষিদের ওপরেও পড়তে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে তেলেঙ্গানা সরকারের তুরুপের তাস ক্ষ্মরায়তু বন্ধুক্ষ্ম প্রকল্প। ২০১৮ সালের মে মাসে প্রকল্পের সূচনা পর্বে চাষযোগ্য জমির হেক্টর প্রতি ৪০০০ টাকা করে প্রতি মরশুমে সরকারী বিনিয়োগ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে টাকার পরিমান বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া ‘কালেশ্বরম’ সেচ প্রকল্পের অধীনে এসেছে এমন জমির পরিমান ৬২.৫ লাখ একর থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৩৫ লাখ ছুঁয়েছে! কাকাতিয়া মিশনের অধীনে গ্রামের জলাশয়গুলির পুনরুদ্ধার করার ফল সরাসরি কৃষকদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনে দেশে অষ্টম স্থান (সপ্তম স্থানে পশ্চিমবঙ্গ) অধিকার করলেও সরকারী উদ্যোগে কৃষিজশষ্য সংগ্রহে ছত্তিসগড়ের স্থান তৃতীয়, পাঞ্জাব এবং তেলেঙ্গানার পরেই! ২০২২-২৩ সালে গোটা দেশের মধ্যে ছত্তিসগড়ের কৃষকরা ধানের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা বোনাস সমেত সর্বাধিক সহায়ক মূল্য পেয়েছেন। সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে ২৬৪০টাকা প্রতি কুইন্টাল এবং ‘এ’ গ্রেড ধানের ক্ষেত্রে ২৬৬০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। আগামী নির্বাচনে জেতার পরে ছত্তিসগড় সরকারকে আরো উন্নততর কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে।

মিজোরামের মূল সমস্যা হলো দুর্বল সেচ ব্যবস্থা ফলে মোট বপন যোগ্য জমির ১০ শতাংশেরও কম জমি সেচের আওতায় আনা গিয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ জমি একফসলি। পাশাপাশি ঝুম চাষের প্রবনতা থাকায় কৃষিকাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় সরকারকে আরো বেশি উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে সদ্যপ্রয়াত কৃষি বিজ্ঞানী তথা ভারতীয় সবুজ বিপ্লবের জনক এম.এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে তৈরি কমিশনের প্রস্তাব গুলিকে বিনা বিলম্বে বাস্তবায়িত করা দরকার। ভোটের রাজনীতিতে যেই জিতুক, সরকার যে দল বা জোট বানাক না কেন কৃষিক্ষেত্রের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টির মান এবং সুস্থ নাগরিক জীবনযাপনের লক্ষ্য পূরন হবে। প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকা পরিবেশ এবং ভূ-রাজনীতির ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার মধ্যে সুদৃঢ় খাদ্য সুরক্ষাই পারে উন্নয়নের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে।

কৃষি উৎপাদনে দেশে অষ্টম স্থান (সপ্তম স্থানে পশ্চিমবঙ্গ) অধিকার করলেও সরকারী উদ্যোগে কৃষিজশষ্য সংগ্রহে ছত্তিসগড়ের স্থান তৃতীয়, পাঞ্জাব এবং তেলেঙ্গানার পরেই! ২০২২-২৩ সালে গোটা দেশের মধ্যে ছত্তিসগড়ের কৃষকরা ধানের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা বোনাস সমেত সর্বাধিক সহায়ক মূল্য পেয়েছেন। সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে ২৬৪০টাকা প্রতি কুইন্টাল এবং ‘এ’ গ্রেড ধানের ক্ষেত্রে ২৬৬০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। আগামী নির্বাচনে জেতার পরে ছত্তিসগড় সরকারকে আরো উন্নততর কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে। মিজোরামের মূল সমস্যা হলো দুর্বল সেচ ব্যবস্থা ফলে মোট বপন যোগ্য জমির ১০ শতাংশেরও কম জমি সেচের আওতায় আনা গিয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ জমি একফসলি। পাশাপাশি ঝুম চাষের প্রবনতা থাকায় কৃষিকাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারকে আরো বেশি উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

‘অন্নকূট’-অন্নদাত্রী মাতৃশক্তির আরধনার এক বৈষ্ণবীয় উৎসব

উত্তম দে

‘ভোজনের দ্রব্য যত কহিতে না পারি
তাহার উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।।
শাক শুক্তা অন্ন আদি বিবিধ ব্যঞ্জন
আনন্দে ভোজনকরে শচীর নন্দন।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছাড়া আর লুচি পুরী
রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু নদীয়া বিহারী।’

নদিয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যদেবের ভোজন কীর্তনের পদ শুনতে শুনতে নবদ্বীপের শ্রীবাসঅঙ্গন অঙ্গনপাড়ার রাধারমণচরণ দাস বাবাজীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমাজ বাড়ির বিখ্যাত নাটমন্দিরে হাজির হওয়া গেল। সূর্য ঠিক মধ্যগগনে, অবিরাম চলছে বৈষ্ণবীয় রীতিতে ভোগারতির কীর্তন। কারণ দিনটি অন্নকূট উৎসব পালনের। কার্তিক মাসের অমাবস্যার পর প্রতিপদ তিথি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সারাবছর ধরে উৎসবের অন্যতম এক প্রধান উৎসব অন্নকূট। অন্নকূট উৎসবের পৌরাণিক কাহিনিটি হল এই রকম :- নন্দগ্রামের রাজা তাঁর প্রজাদের নিয়ে গোবর্ধন পাহাড়ের নীচে ইন্দ্রপূজা করতেন। প্রজারা ছিলেন গোপ সম্প্রদায়ের। তাঁদের গোচারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি দরকার আর সে কারণেই তাঁরা ইন্দ্রদেবের সন্তুষ্টির জন্য যাগযজ্ঞের আয়োজন করতেন। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজার উৎসবের বিরোধিতা করলেন। কারণ ইন্দ্রের দায়িত্বই তো পৃথিবীতে প্রয়োজন মতো বৃষ্টিপাত করা বা বৃষ্টির জলের চাহিদা পূরণ করা। তাই আলাদা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করলেন। রাজ্যবাসীকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করত গোবর্ধন পাহাড়। তাই কৃষ্ণের পরামর্শ মতো গোবর্ধন পাহাড়কেই পূজার অর্ঘ্য অর্পণের ব্যবস্থা করা হল। এসময় থেকেই শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনের বিরাট রূপ ধারণ করে গোপেদের নৈবেদ্য গ্রহণ করতে থাকেন।

গোপনারীরা অন্ন পাহাড়ের আকৃতিতে সাজিয়ে তা নিবেদন করতে শুরু করে। সেই থেকেই শুরু হয় অন্নকূটের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পূজা। মানুষের বিশ্বাস, যেহেতু অন্নসংস্থানের দায়িত্ব ভগবান পালন করেন, তাই বৈষ্ণবরা ঠিক করল শ্রীকৃষ্ণকে অন্নকূটের দিনে অন্নভোগ দেওয়া হবে বিশেষ আকারে।

বৈষ্ণব মতে কার্তিক মাসকে দামোদর মাস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। দামোদর যেহেতু কৃষ্ণের অপর নাম, বৈষ্ণবদের কাছে মাসটি কৃষ্ণ মাস হিসেবেও গণ্য। এজন্য প্রায় সারা দেশেই বৈষ্ণবগণ অন্নকূট উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। উৎসবের আয়োজন শুরু হয় এক মাস আগে থেকেই। উৎসবের দিন পরমান্ন, মিষ্টি, পিঠে ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় সত্তর রকমের খাদ্যদ্রব্য দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হয়। বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দিরে এই উৎসবে অংশ নিতে বহু ভক্ত সমবেত হন। দেবতার ভোগারতি দেখা ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিরচিত ভোজন কীর্তনের পদ শোনা এক মহা পুণ্যের অবসর হিসেবে গণ্য করেন ভক্তরা। ভক্তরা দেবতার প্রসাদ ভোগ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবারের সকলের জন্য নিয়ে যান। উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবনে এসময় অন্নকূট উৎসবের জাঁকজমক চোখে পড়ার মতো। সেখানে অন্ন এবং সঙ্গে শতাধিক পদের ব্যঞ্জন নিবেদনের ব্যবস্থা করা হয়।

এসময় শ্রীরাধারানিকে পঁচিশ রকমের তাম্বুলাদি প্রদান করা হয় ভোগের জন্য। ভোগ নিবেদনের সময় চলে ব্রজবুলিতে কীর্তন। বৃন্দাবনে এক কাহিনি প্রচলিত আছে যে , এসময়ে লদীদেবী বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে চাইলে শর্ত দেওয়া হয় তাঁকে শ্রীরাধারানির অধীনে থাকতে হবে।

লক্ষ্মীদেবী তা অস্বীকার করেন এবং যমুনার অপরপ্রান্ত মথুরা থেকে অভিশাপ দেন বৃন্দাবনে কখনও ধান শস্য উৎপাদন হবে না। শ্রীরাধিকা জানিয়েছিলেন ধান শস্য না হলেও বৃন্দাবনের ভক্তরা দুধ, ঘি, মাখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবে। অন্নকূট উৎসবে তার প্রমাণ মেলে। এত দুধ, ঘি, মিষ্টি মাখনের সমারোহ সম্ভবত অন্য কোথাও দেখা যায় না।

বেনারসের অন্নপূর্ণা মন্দিরেও অন্নকূট উৎসব হয়। মা অন্নপূর্ণার উদ্দেশে সেখানে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়।অন্নকূট উৎসবে খাদ্যের সমারোহের মাধ্যমে মাতৃশক্তি অন্নদাত্রীর রূপের উপাসনা করা হয়। একারণেই বেনারসের অন্নপূর্ণা এবং বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকার বিশেষ ভজনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবরাই এই উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। বৈষ্ণবরা এই উৎসবের মধ্যে দিয়েই শক্তির উপাসনা করে থাকেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।
email : dailyekdin1@gmail.com

অভিষেক ব্যানার্জির দীর্ঘায়ু কামনা করে জন্মদিন পালন করলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

কৌশিক দে

মালদা: গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেক কেটে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন পালন করলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মঙ্গলবার রাতে কালিয়াচক ২ ব্লকের অন্তর্গত মোথাবাড়ি বিধানসভায় আলিনগর এলাকায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির ধুমধাম করে জন্মদিন পালিত হয়। গ্রামবাসীরা রীতিমতো এই জন্মদিনের আয়োজন করেন। আর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, আলিনগর তৃণমূল অঞ্চল কমিটির সভাপতি মহম্মদ ওবায়দুল্লাহ সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন নামাজপাঠ ও দুয়ার মাধ্যমে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির দীর্ঘায়ু কামনা করেন গ্রামবাসীরা। মূলত এদিনের এই কর্মসূচিতে আলিনগর গ্রামের মহিলারা বেশি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আলিনগর তৃণমূল অঞ্চল কমিটির অফিস সংলগ্ন এলাকায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন পালন করেন গ্রামবাসীরা। যদিও গ্রামবাসীরা আগে থেকেই এলাকার তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এদিন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন উপলক্ষ্যেই কেক কাটা হয়। আর এই কেক খেতেই অল্পবয়সিরা ভিড় করে। পাশাপাশি এদিন তৃণমূল অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রাতে নৈশভোজে মাছ, ভাত সহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

আলিনগর এলাকার গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই এলাকায় হাজার হাজার জবকার্ডধারী রয়েছে। যারা এখ নো ১০০ দিনের কাজ পাননি আর এই ১০০ দিনের টাকার দাবিতে সাংসদ

অভিষেক ব্যানার্জি দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলন করছেন। জবকার্ড ধারীদের পাশে যেভাবে তৃণমূল সাংসদ দাঁড়িয়েছেন সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে আমরা অভিষেক ব্যানার্জির দীর্ঘায়ু কামনা করে এদিন জন্মদিন পালন করেছি।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন পালন করেছি। উনার দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি জন্মদিন উপলক্ষ্যে খুব সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আলিনগর এলাকায় হয়েছে। আমরা সকলেই চাই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের জন্য এই ভাবেই পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাক। *ছবি: মলিন দাস*

ছেলেকে মারতেই বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে স্ত্রী, পুত্রকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির তারকেশ্বর পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের শরৎপল্লি এলাকায়। সামনে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ। মধ্যরাতে দাউ দাউ করে বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠতেই চেঁচামেচি শুরু করেন পার্বতী দাস ও তাঁর পুত্র। তাঁদের চেঁচামেচির শব্দে জেগে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে দেখে পার্বতী ও তাঁর পুত্রকে উদ্ধার করে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান প্রতিবেশীরা। প্রথমে বাড়িতে আগুন লাগার কারণ না জানা গেলেও, পরে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, পার্বতীর স্বামী দিলীপ দাস তাঁদের বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাচ্ছেন। যদিও দিলীপ দাস এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ দিলীপের খোঁজ শুরু করেছে। পার্বতীর অভিযোগ, তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলার জন্যই গভীর রাতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন তাঁর স্বামী। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় এ যাত্রায় প্রাণে বাঁচেন তাঁরা।

বিজেপি নেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি নেতার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার নিধিরামপুর গ্রামে। বুধবার সকালে বাড়ির অদূরে দীপু মিশ্র নামের এক বিজেপি নেতার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। শুভদীপ মিশ্র ওরফে দীপুকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। মৃতদেহ উদ্ধারেও বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে নাকি অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভদীপ মিশ্র ওরফে দীপু এলাকায় বিজেপি নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের হয়ে প্রার্থীও ছিলেন তিনি।দিন সাতেক আগে হঠাৎই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করেন শুভদীপ। গতকালই তিনি বাড়িতে ফিরেছিলেন। এদিন সকালে বাড়ির অদূরে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে একটি গাছে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো ও ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। ঝুলন্ত মৃতদেহের দু'টি হাত দেহের সঙ্গে গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় থাকায় সন্দেহ তীব্র হয় এলাকার মানুষের। এলাকাবাসী ও মৃতের পরিবারের দাবি, প্রতিবেশী এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে দীপুর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মহিলার পরিবারের তরফে দীপুকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের দাবি, মহিলার পরিবারের তরফেই দীপুকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেতেই এলাকায় ছুটে যান শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরি। তাঁর দাবি, এর পিছনে রাজনৈতিক কারণও থেকে থাকতে পারে। তৃণমূল রাজনৈতিক কারণের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনা নিছকই আত্মহত্যা। পুলিশ পরকীয়ায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক মহিলাকে আটক করলে পুলিশের গাড়িতেও হামলা চালান স্থানীয়রা।

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
অপূর্ব ব্যাপার প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ২য় তল, রুম নং ৩, ৬৭/৪৬ স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৯ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
২য় তল, রুম নং ৩, ৬৭/৪৬ স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
দরখাস্তকারীর পক্ষে
অপূর্ব ব্যাপার প্রা. লি.
স্বা/- **জিনরাজ জৈন**
পুরা সময়ের ডিরেক্টর
ডিন-০১৮৪০৩০৩
ঠিকানা : ২/২৬, দরইয়া গ্যাং, গলি নং ২, আনসারি রোড, সেন্ট্রাল দিল্লি - ১১০০০২
তারিখ : ০৯.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সুক্রাফ্ট পেপারস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট ৪বি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ফ্ল্যাট ৪বি, ৬৭/এ/১, খুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা - ৭০০০৩৭
দরখাস্তকারীর পক্ষে
সুক্রাফ্ট পেপারস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **করসানভাই প্যাটেল সোমজিভাই**
ডিরেক্টর
ডিন-০১২৬৮৩৯৬
ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১২, শুভ আনন্দ অ্যাপার্টমেন্ট শিখরেওয়াদি, নাশিক রোড, নাশিক মহারাষ্ট্র - ৪২২১০৩
তারিখ : ০৯.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স শ্রী গজপতি পেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN : U36912WB2013PTC198133)
রেজিস্টার্ড অফিস : কেরানিতলা, স্টেশন রোড, থানা - কোতোয়ালি, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১
লিকুইডেটরের ঠিকানা : চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০ম তল, ২৩০এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০
যোগাযোগ : +৯১-৯৪৩৩১ ৪৬০২০, **ইমেল :** sgppl.cirp@gmail.com, rasik.singhania@gmail.com

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩৩ সহ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কক্রাপসি কোড এর ধারা ৩৫(এফ) অধীনে সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যা আছে ভিত্তিতে", "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সম্পদ বিক্রির নোটিশ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://www.eauctions.co.in** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

নিলামের তারিখ এবং সময়	**সোমবার, ০৪.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)**
আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের শেষ তারিখ	বৃহস্পতিবার, ২৩.১১.২০২৩ বিকেল ৫টার পূর্বে
উপযুক্ত ডাকদাতাদের জানানো	শুক্রবার ২৪.১১.২০২৩
ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ	শুক্রবার ০১.১২.২০২৩ বিকেল ৫টার পূর্বে
পর্যবেক্ষণের তারিখ	শুক্রবার ২৪.১১.২০২৩ থেকে শুক্রবার ০১.১২.২০২৩ আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী রসিক সিংঘানিয়া (মো. ৯৪৩৩১৪৬০২০)

বিক্রি প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং সম্পত্তির মূল বিস্তারিত : (লাখ টাকায়)

লট নং	বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত পরিমাণ
১	কোম্পানির জমি এবং ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং অন্যান্য সম্পদ অবস্থিত ফ্যাক্টরি গ্রাম - ঝানজিয়া, থানা - বারসোল, পো. ছোটো পারুলিয়া, জেলা - পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩২১০১	১৯২.০৪	১৯.২১	১.০০ বা এর গুণিতকে

১. লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও পর্যায়ে ই-নিলাম বা টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
বিক্রয় নোটিশের সঙ্গে সংযুক্ত টেন্ডার নথিতে ই-নিলাম বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি, যা ইমেলতে প্রাপ্তব্য sgppl.cirp@gmail.com, ভালো করে পড়ে নিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কোনও জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করতে হবে **শ্রী দীক্ষিত প্রজাপতি (মো : ৭৮৭৪১৩৮২৩৭)** বা ইমেল মাধ্যমে : admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটরের ইমেল : sgppl.cirp@gmail.com।
রসিক সিংঘানিয়া
লিকুইডেটর শ্রী গজপতি পেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00390/2017-18/10708
এএফএ বৈধ ১৭.১০.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ০৯.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ
((ইপিএস ব্যতীত) লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৫৬০২.৯৭	১০৫৮৭.৭৯	৬৩২৮.৫৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	২৫৩.০০	৪৬৩.৯০	২৭৫.০৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	১৯১.৯০	৩৪৭.৭৪	২০৭.২৮
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১৯১.৯০	৩৪৭.৭৪	২০৭.২৮
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
পূর্ববর্তী বর্ষের ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	৬.৩১	১১.৪৪	৬.৮২
মিশ্রিত :	৬.৩১	১১.৪৪	৬.৮২

দ্রষ্টব্যঃ-
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।
(খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ০৮.১১.২০২৩ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
(গ) পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত এবং পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
শ্রী কৃষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00128999
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮.১১.২০২৩

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

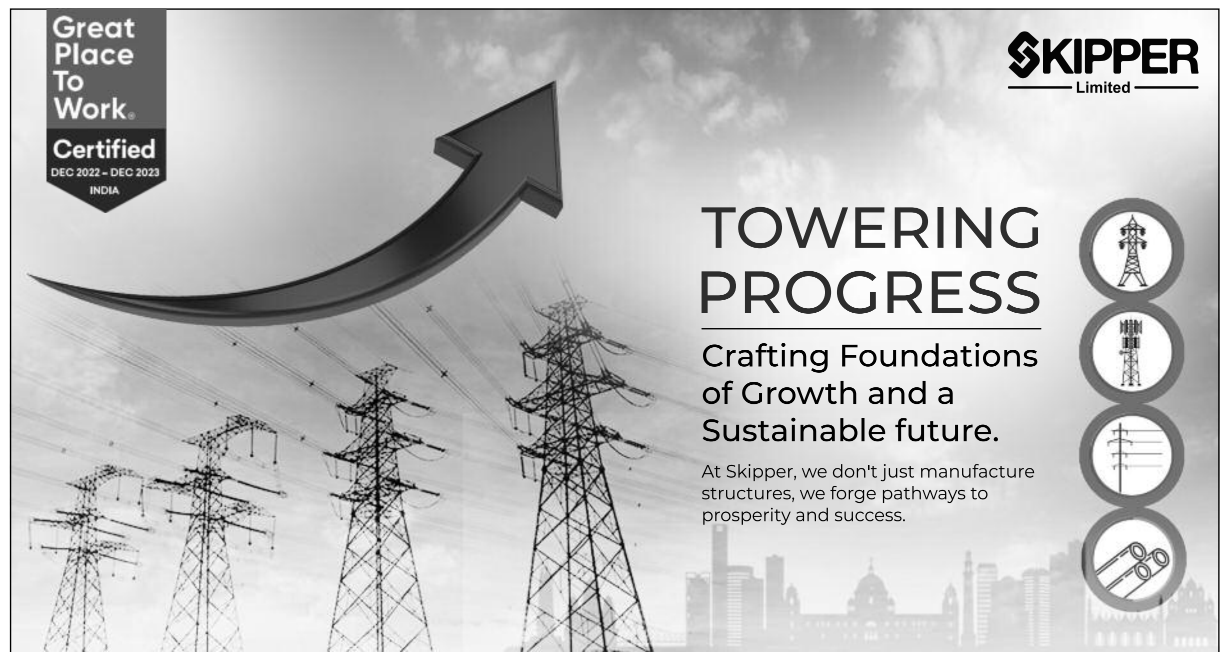

পিএটি ৫৬০% বৃদ্ধি | রাজস্ব আয় ৬৭.২% বৃদ্ধি পেয়েছে | ইবিআইটিডিএ মার্জিন ৯০বিপিএস বৃদ্ধি | পলিমার ভলিউম ১০১% বৃদ্ধি

(₹ in million, except per share data)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	কনসোলিডেটেড: অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭,৭৪২.৫৪	১৩,৩০২.৯০	৪,৬৩১.৭৪	৭,৭৪২.৫৪	১৩,৩০২.৯০	৪,৬৩১.৭৪
২	কার্যাদি থেকে রাজস্ব	৭,৭২৩.৭৩	১৩,২৬৯.৫৪	৪,৬২০.০২	৭,৭২৩.৭৩	১৩,২৬৯.৫৪	৪,৬২০.০২
৩	ইবিআইডিটিএ (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	৭৩৬.৯২	১,৩৩৮.২৯	৩৯৮.০৫	৭৩৬.৯২	১,৩৩৮.২৯	৩৯৮.০৫
৪	কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)	২৭৭.৫০	৪৮৮.১৪	৭০.৪১	২৮৫.৪৯	৫১৮.৪৪	৫৫.১৮
৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	১৮৯.৮৪	৩৩০.০৭	৪৫.১৫	১৯৭.৮৩	৩৬০.৩৭	২৯.৯২
৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১৮০.০৩	৩৩৪.৬২	৪৫.৫৫	১৮৮.০২	৩৬৪.৯২	৩০.৩২
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি রোজগার (ত্রৈমাসিক সময়কালের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)						
	মৌলিক (টাকায়)	১.৮৪	৩.২১	০.৪৪	১.৯৩	৩.৫১	০.২৯
	মিশ্রিত (টাকায়)	১.৮৪	৩.২১	০.৪৪	১.৯৩	৩.৫১	০.২৯

দ্রষ্টব্য :
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহে (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skipperlimited.com) -এ পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭-১১-২০২৩
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সজন কুমার বনশল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00063555

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত,
ইমেল : **investor.relations@skipperlimited.com**, ওয়েবসাইট : **www.skipperlimited.com**

25% CONSOLIDATED EBITDA Q2 y-o-y

hindware
home innovation limited

35% CONSOLIDATED PAT Q2 y-o-y

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2023

Consumer Appliances Business

Chimney

Hob

Air Cooler

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended: 30 September 2023	Three months period ended: 30 June 2023	Three months period ended: 30 September 2022	Half year ended 30 September 2023	Year ended 31 March 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 (a)	Total income from operations	708.46	642.27	723.42	1,350.73	2,907.90
1 (b)	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)	79.99	68.44	64.25	148.43	281.07
2	Net profit from ordinary activities before tax	25.26	16.75	20.44	42.01	102.99
3	Exceptional Item	-	-	-	-	-
4	Net profit from ordinary activities after tax	20.87	2.87	15.51	23.74	66.47
5	Net profit for the period after tax (after extraordinary items)	20.87	2.87	15.51	23.74	66.47
6	Share in profit/(loss) after tax of joint ventures/associates	(1.17)	(2.20)	0.74	(3.37)	(8.91)
7	Net profit after tax and share in profit/(loss) of joint ventures from continuing operations	19.70	0.67	16.25	20.37	57.56
8	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.13)	(0.14)	0.12	(0.27)	(0.98)
9	Total comprehensive income	19.57	0.53	16.37	20.10	56.58
10	Equity share capital	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46
11	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	-	561.28
12	Earning per share(before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	2.72	0.09	2.25	2.82	7.96
	(b) Diluted (₹)	2.72	0.09	2.25	2.82	7.96
13	Earning per share(after extraordinary items) (of ₹2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	2.72	0.09	2.25	2.82	7.96
	(b) Diluted (₹)	2.72	0.09	2.25	2.82	7.96

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION
(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended: 30 September 2023	Three months period ended: 30 June 2023	Three months period ended: 30 September 2022	Half year ended 30 September 2023	Year ended 31 March 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	106.08	148.32	142.66	254.40	600.52
2	Profit before tax	(15.17)	18.09	2.41	2.92	18.70
3	Profit after tax	(9.26)	11.38	1.12	2.12	10.61

Building Products Business

Sanitaryware

Faucet

Pipe

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 8 November 2023. The statutory auditors of the Company have also carried out the limited review of the above results.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30 September 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hindwarehomes.com".

Place: Gurugram
Date: 8 November 2023

Sandip Somany
Chairman and Non-Executive Director

Hindware Home Innovation Limited (Formerly known as Somany Home Innovation Limited)
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com; www.hindware.com | Email: investors@shilgroup.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

কানোরিয়া কেমিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

"কেসিআই প্লাজা", ৭ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
ফোন নং: +৯১ ৩৩ ৪০৩১ ৩২০০ CIN: L01222WB1983PLC059695
ওয়েবসাইট: www.kanoriachem.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ (লাখ টাকায়)

ক্রম. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২
		(অনিরীক্ষিত)			(অনিরীক্ষিত)		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪,২৭৫	২৯,৬৪৬	১৭,১১০	৩৭,১৩৯	৭৭,২৮৯	৩৬,১৮৫
২.	অর্থ ব্যয়, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ, ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ	৪৮৪	২,০১৭	৫০৫	৫৪১	৩,১৩৮	৫৭২
৩.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	(৩৭৫)	৩০৩	(২৩৯)	(২,১৪১)	(২,১৯৮)	(১,৬৭৬)
৪.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(৩৪৬)	৬১	(২৩৯)	(২,১১২)	(২,৪৪০)	(১,৬৭৬)
৫.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(২৭১)	১০৮	(১৭৩)	(২,০৫২)	(২,৪৩৬)	(১,৬৫৯)
৬.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	(২৭১)	১১৩	(১৬৬)	(১,৮৪৮)	(২,০০১)	(৯৮৩)
৭.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে) নিয়ন্ত্রিত সুদের পর]	(২৭১)	১১৩	(১৬৬)	(১,৫৯৯)	(১,৭৩৭)	(৭৫৩)
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫
৯.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	-
১০.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) মৌলিক এবং মিশ্রিত	(০.৬২)	০.২৫	(০.৪০)	(৪.২০)	(৪.৮১)	(৩.২৬)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. প্রতিবেদনে কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৮ নভেম্বর, ২০২৩

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পঃবঃ-৭০০০০১ ভারত
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

"৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ"

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৯৬৪.৯০	১৯১১২.২০	১১৯৭৪.৫১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	১৫৯.৪৯	৩০৭.৪০	২৮০.৫৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১১৮.০৩	২২৮.২২	২০২.৩৪
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত]	১১৮.০৩	২২৮.২২	২০২.৩৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.১৮	০.৩৫	০.৩১
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.১৮	০.৩৫	০.৩১

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ০৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮.১১.২০২৩

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০
ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in, ই-মেল- gil.cosec@gptgroup.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ পর্যালোচিত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ পর্যালোচিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ পর্যালোচিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩,৩৬২.৫০	৪৬,৯৫২.২৮	১৫,২৬৯.৭৪
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৯৬৩.১৫	৩,৬৪৫.৮৭	৭১৩.২৪
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৩৫১.২২	২,৬৭৪.৮৯	৫৫১.৭৫
৪	বছরে মোট ব্যাপক আয়	১,৩২৫.৬২	২,৪০৩.৭৪	৩৭৭.৫১
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৫,৮১৭.২০	৫,৮১৭.২০	২,৯০৮.৬০
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত) ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ১৯,১৪৯.৬৭ লক্ষ টাকা			
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	২.৩২*	৪.৬০*	০.৯৫*

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ পর্যালোচিত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ পর্যালোচিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ পর্যালোচিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২২,১৬৬.৩৬	৪৫,৫৯৬.৫৫	১৪,৯৪১.৭২
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৫২২.৮৩	৩,৫৯৬.০২	৮০৮.৮৫
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,১৩৯.০৩	২,৬৯৭.১৩	৫৮২.৩০
(ঘ) বছরে মোট ব্যাপক আয়	১,১৩৯.০৩	২,৬৯৭.১৩	৫৮২.৩০

২ উপরোক্তটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in -তেও পাওয়া যাবে।
৩ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১০% হারে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, অর্থাৎ প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ১.০০ টাকা। ফিজিক্যাল ও ডিম্যাট আকারে শেয়ারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ নভেম্বর ২০২৩।
৪ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN: 00001341

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৮ নভেম্বর, ২০২৩

নেই প্রাচীর, বহিরাগতদের অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মিড ডে মিল, ক্ষোভ খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থার যে কোনও পরিবর্তন হয়নি সেই বিষয়ে আবারও প্রমান মিলল হুগলির খানাকুলে। খানাকুল এক নম্বর ব্লকের ঘোষপুর অঞ্চলের পিলখাঁ পুর্ব পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এই বিদ্যালয় সংলগ্ন আইসিডিএস সেন্টারটি একেবারে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দুটি শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে রয়েছে। এই দুটি শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা ও আইসিডিএস সেন্টারের কর্মীরা আতঙ্কে থাকে। সব সময় নিরাপত্তা হীনতায় ভোগেন। ব্যস্ততম রাজ্য সড়কের পাশেই এই শিক্ষা কেন্দ্র দুটি গড়ে উঠেছে অন্যদিকে স্কুলের পাশেই বিরাট পুকুর। স্কুলের এক পাশে ভয়ঙ্কর বন রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকেন শিক্ষককেরা। যে কোনও সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং জল ডুবির মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই স্কুলের মধ্যে চাবি দিয়ে রাখেন শিক্ষকেরা। তাছাড়া ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমছে। বর্তমানে মাত্র ৩৩ জন ছাত্র ছাত্রী এবং মোট তিন জন শিক্ষক শিক্ষিকা। প্রতিদিন গড় উপস্থিতি নয় থেকে দশ জন। তাছাড়া জঙ্গল থেকে পোকামাকড় ও সাপের আতঙ্ক তো রয়েছে। তাই শিক্ষককেরা স্কুলের চারিদিকে বাউন্ডারী ওয়ালের দাবি তুলে আসছেন। কিন্তু প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। অভিযোগ প্রাচীর না থাকায় স্কুল বন্ধ থাকাকালীন বহিরাগত মদ্যপ যুবকদের অত্যাচারের শেষ নেই। স্কুলের মধ্যে বসে নেশা করা থেকে মিড মিলের রান্না ঘরের দরজার কাছে শৌচকর্ম করে পালায় বহিরাগতরা। এমনকী টিউবওয়েলের সামনেও শৌচকর্ম করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এই জন্য মিড মিল রান্না বন্ধ রাখতে হয়।এই বিষয়ে পিলখাঁ পূর্ব পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীর কুমার দোলুই বলেন, স্কুলের প্রাচীর না থাকলে সঠিক ভাবে পাঠদান সম্ভব নয়। পাশেই রাজ্য সড়ক আবার অন্য পাশে বিরাট দিঘি। তাছাড়া বহিরাগতদের অত্যাচারে স্কুলের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। শৌচকর্ম করে যাওয়ায় মিড ডে মিল বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তাই বাউন্ডারী ওয়ালের জন্য আবেদন করেছি। শিক্ষিকা অন্নপূর্ণা কুণ্ডু বলেন, রান্না ঘরের সামনে পায়খানা করে গেছে। তাই মিড মিল বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। টয়লেটের দরজা ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে স্কুলের পাশে বেহাল আইসিডিএস সেন্টার। মাথার উপর অ্যাডবেসটসের চাউনি ভেঙে গেছে। ছোট একটি রুম। পড়াশোনা ও রান্নার করার জায়গা নেই। রোদ, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে চলছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। এই বিষয়ে মৌখিকভাবে খানাকুলের এক নম্বর ব্লকের বিডিও শুভজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার ওই দুটি শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কি ব্যবস্থা নেয়।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	২১	৪০	১৩৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	(৯০)	(২০৩)	(১৩)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৯০)	(২০৩)	(১৩)
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৯০)	(১৯০)	(৭)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৮৬)	(১৮৮)	(১৫)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)			
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	(০.০৪)	(০.০৯)	০.০০

দ্রষ্টব্য :
১. ৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

তারিখ : ৮ নভেম্বর, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২২
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৩৮০.৬৭	(৪.৫১)	১৭৮.৩৫	৩৭৬.১৬	১৬৮.৮৬	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৩৮০.৬৭	(৪.৫১)	১৭৮.৩৫	৩৭৬.১৬	১৬৮.৮৬	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	২৭৫.৬৭	(৪.৫১)	১৩১.৩৫	২৭১.১৬	১২১.৮৬	১১১.১৪
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	২৭৫.৬৭	(৪.৫১)	১৩১.৩৫	২৭১.১৬	১২১.৮৬	১১১.১৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১,২৩২.১৭
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	১২.৩০	(০.২০)	৫.৮৬	১২.১০	৫.৪৪	৪.৯৬

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২৩

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং: ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস মাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	৩৮০.৯১	১,৬৫৭.৬৬	৫,৭৩৯.১৬	৩৮৭.৭০	১,৬৬২.৩১	৫,৭৫৭.৫৮
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ববর্তী	১৬.০৫	১৩.১১	৬৮.০৭	১৭.৮৬	১৪.৩৪	৭২.৭০
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	৯.৭৯	(৯.৬৩)	৪৫.৮৯	১২.১৭	(৬.৪১)	৫১.০৪
মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য {লাভ/(ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য}	২৫৬.৫২	২২৭.১৯	১৬০.৫৬	২৫২.১৬	২৩০.৪৯	১৭১.৮৬
চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মৌলিক (টা.)	০.১৮	(০.১৭)	০.৮২	০.২২	(০.১১)	০.৯১
খ) মিশ্রিত (টা.)	০.১৮	(০.১৭)	০.৮২	০.২২	(০.১১)	০.৯১

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফম্যার্টের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে
উৎসব পারেখ
চেয়ারম্যান

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৮.১১.২০২৩

শারদীয় তাঁত বস্ত্রমেলা উদ্বোধনের পর স্টল পরিদর্শনে জেলাশাসক বিধান রায়, সঙ্গে রয়েছেন রাজ্যের বস্ত্রশিল্প অধিকর্তা রাজীব কুমার ঘোষ এবং বীরভূম জেলার হস্ত তাঁত উন্নয়ন আধিকারিক বিকাশ চন্দ্র জানা। সিউড়ি বেনেপুকুর পাড়ায় আয়োজিত এই মেলা চলবে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত।

বীরভূম জেলার হস্ত শিল্পীদের উৎসাহিত করতে সিউড়িতে জেলা শিল্প কার্যালয়ে হস্ত শিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার পর জেলার হস্তশিল্পীদের হাতের তৈরি শিল্প কর্মের প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, সঙ্গী জেলা শিল্প কেন্দ্রের মহাপ্রবন্ধক সৌমেন দত্ত।

ট্রাভেল ব্যাবসার আড়ালে নারী পাচার চক্র, এনআইএর হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আসামের গৌহাটিতে নারী পাচারের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে যোগ মিলল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত, হাবড়া ও ঠাকুরনগরের। একযোগে বারাসাতের তিনটি জায়গা সহ ঠাকুরনগরে হানা দিল কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ'র আধিকারিকেরা। তদন্তে মিলেছে বেশকিছু নথি। আটক একাধিক। সূত্রের খবর, ট্রাভেল ব্যবসার আড়ালে চলত নারী পাচার নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী কার্যকলাপ। পাসপোর্টের সূত্র ধরে এদিন ঠাকুরনগর আনন্দপাড়া এলাকাতেও হানা দেয় এনআইএ'র একটি বিশেষ টিম। একজনকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম বিকাশ সরকার। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে এসে প্রথমে মধ্যমগ্রামে একটি মোবাইলের দোকান দিয়ে রিপেয়ারিং এর কাজ করত। পরিচিত একজনের মারফত বনগাঁর ঠাকুরনগরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তার স্ত্রী জানিয়েছেন মাস ৪-৫ মাস আগে তিনি চিকিৎসা করতে ভারতে এসেছেন।

সূত্রের খবর, সীমান্ত পার করে পাচার চক্রের কাজ চালাত একটি বড় চক্র। এই চক্রের মারফত নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীদেরকে সীমান্ত পার করে নিয়ে আসা হত ভারতে, এমনটাই সন্দেহ। মূলত গৌহাটিতে একটি নারীপাচার চক্রের সন্ধান মেলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই তথ্য উঠে আসে এনআইএর হাতে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে ঢুকত ভারতে। সেই চক্রের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। বারাসাতের তিন জায়গায় নবপল্লী, নপাড়া, চাঁপাডালি রোডের কাছে এছাড়াও হাবড়া এবং ঠাকুরনগর আনন্দপাড়া এলাকায় হানা দেয় এনআইএ। চাঁপাডালি মোড়ের মা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল মালিক সঞ্জীব দেব নামে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যায় পুলিশ। সঙ্গে এনআইএ আধিকারিকরা বেশকিছু নথিও নিয়ে যায়। ব্যবসায়ীর স্ত্রী জানান, তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ১৫ লক্ষ টাকাও আধিকারিকেরা নিয়ে গেছে। এর পাশাপাশি হাবড়া থানার হীরাপোল এলাকায় কিংকর দাস নামে এক যুবকের বাড়িতে হানা দেয় ন্যাশনাল ইনভেস্টিকেশন এজেন্সি এনআইএ। যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিংকর দাস উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে বাবা মায়ের কাছে ঘুরতে গিয়েছে। বাড়িটি তালা বন্ধ অবস্থায় থাকায় যুবকের মামাকে ডেকে তালা খুলে ঘরের মধ্যে তল্লাশি চালায় এনআইএ টিম। সঙ্গে ছিল সিআরপিএফ এবং হাবড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিংকর দাস স্থানীয় একটি গেঞ্জির কারখানায় কাজ করতেন। তবে এই ঘটনায় রীতিমতো স্থানীয়রা অবাক।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			স্ট্যান্ডঅ্যালোন অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			কনসোলিডেটেড অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২.০০	১২.০০	১২.০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৬.৪৩	(৩.৯৪)	(১০.৮৮)	২.৪৯	(৮.১৭)	২২.৪২	৬.২৮	(৪.০৭)	(১০.৮৮)	২.২১	(৮.১৭)	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৬.৪৩	(৩.৯৪)	(১০.৮৮)	২.৪৯	(৮.১৭)	২২.৪২	৬.২৮	(৪.০৭)	(১০.৮৮)	২.২১	(৮.১৭)	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৬.০৩	(৩.৯৪)	(১০.৪৫)	২.০৯	(৮.১৭)	১৮.৯৩	৫.৮৮	(৪.০৭)	(১০.৪৫)	১.৮১	(৮.১৭)	১৮.৬০
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	৬.০৩	(৩.৯৪)	(১০.৪৫)	২.০৯	(৮.১৭)	১৮.৯৩	৫.৮৮	(৪.০৭)	(১০.৪৫)	১.৮১	(৮.১৭)	১৮.৬০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪৯০.২৫	-	-	-	-	-	৪৮৫.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.১২	(০.০৮)	(০.২১)	০.০৪	(০.১৭)	০.৩৯	০.১২	(০.০৮)	(০.২১)	০.০৪	(০.১৭)	০.৩৮

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ নভেম্বর, ২০২৩

ফ্রি রেশন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কথায় নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয়নি, বললেন মোদি

ভূপাল, ৮ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে ভোট প্রচারে গিয়ে আরও পাঁচ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ঘোষণা ভোট প্রচারে গিয়ে কেন? প্রশ্ন তুলে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছিল কংগ্রেস। সেদিনের ঘোষণা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয়নি বলে এবার অভিযোগ ওড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মধ্যপ্রদেশে দামোহে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে এ বিষয়ে কংগ্রেসের তোলা অভিযোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদির মন্তব্য, 'কংগ্রেস বিনামূল্যে রেশন দেওয়া নিয়ে যদি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর পাপ করতে চায়, তো করুক। আমি মানুষের ভালর জন্য কাজ করে যাব।'

শনিবার (৪ নভেম্বর) ছত্তিসগড়ে বিজেপির এক নির্বাচনী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিনামূল্যে রেশন প্রকল্পের মেয়াদ আরও ৫

বছর বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী এটা আদর্শ আচরণ বিধি ভঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে। রবিবার, নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি লিখে এই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। সেই অভিযোগ বুধবার ওড়ালেন মোদি।

এ বার মধ্যপ্রদেশের জনতাকে আগামী পাঁচ বছর বিনামূল্যে রেশন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি, তাঁর অঙ্গীকার পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে জিতে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তিতে পরিণত করবেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের সরকার এবং রাজস্থান ও ছত্তীসগড়ের কংগ্রেস সরকার 'দুর্নীতগ্রস্ত' বলে অভিযোগ তুলে মোদির কটাক্ষ, 'উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে ওদের মুখ্যমন্ত্রীরা কালো টাকা জমিয়েছেন। তার খোঁজও মিলেছে।'

প্রসঙ্গত, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণার পরেই মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আগামী পাঁচ বছর ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। গত শনিবার ছত্তিসগড়ে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিজেপি সরকার দেশের ৮০ কোটির বেশি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রকল্প আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দেবে।'

গ্রেপ্তারি এড়াতে না পারলে কেজরিওয়াল কি হাঁটবেন লালুর পথে? মুখ্যমন্ত্রী হবেন স্ত্রী!

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' সংগঠিত হওয়ার পর যেভাবে পদ্ম শিবির বিরোধী দলগুলোর ওপর বিভিন্ন মামলায় ইডি, সিবিআই জোর তদন্ত ও গ্রেপ্তারি চলছে তাতে আশঙ্কার মেঘ দেখছে আম আদমি পার্টিও।

আপের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছে,অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের পথে হাঁটবে ইডি অথবা সিবিআই। ইডির দ্বিতীয় তলব উপেক্ষা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। যদিও কেজরিওয়াল পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ব্যস্ততার কথা বলে হাজিরা এড়িয়েছেন। দলের আইনজ্ঞরা যদিও বলে দিয়েছেন, তদন্তকারীদের এড়ানোর পরিণাম ভাল হবে না।

সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতি কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়া নিয়ে দলে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। কেজরিওয়ালের উপস্থিতিতে বিধায়ক, সাংসদ এবং দিল্লি পুর নিগমের কাউন্সিলরদের নিয়ে মঙ্গলবার বেশি রাত পর্যন্ত বৈঠক করেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মদকাণ্ডে উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জেলে। আগামী তিন মাসের আগে তাঁর জামিন পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের গত সপ্তাহের নির্দেশে। একই কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে জেলে আপের মুখ তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং। পরিস্থিতি এমন যে মন্ত্রী অতীশিকে একাই ১১টি দপ্তর সামলাতে হচ্ছে। কারণ, কেজরিওয়াল, মণীশের পর দলকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং প্রশাসন চালানোর মতো নেতা বিশেষ নেই। সেই একই মদ কাণ্ডে কেজরিওয়ালকে গত সপ্তাহে তলব করে ইডি।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের বৈঠকে আপ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেছে, কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার

করা হলে তাঁর কি পদত্যাগ করা উচিত নাকি তিহাড় জেলে বসে মুখ্যমন্ত্রিত্ব করবেন তিনি, এই প্রশ্ন নিয়ে তারা জনতার 'মন কি বাত' শুনবে। কেজরিওয়ালকে ইডির নোটিসে আপ কতটা দিশেহারা দলের এই সিদ্ধান্তেই তা স্পষ্ট। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে হলে ইডি, সিবিআইকে আগাম উপ-রাজ্যপালের অনুমতি নিতে হবে। উপ-রাজ্যপালের বকলমে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই অনুমতির ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁর পক্ষে জেল থেকে সরকার পরিচালনা অসম্ভব। ফলে পদত্যাগই একমাত্র সমাধান। বিজেপির বক্তব্য, সব জেনেই আম আদমি পার্টি আসলে লোক খেপানোর জন্য জনতার মত নেওয়ার কথা বলছে।

এদিকে, কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁর স্ত্রী সুনীতাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা ঘোরাফেরা করছে খোদ আপের অন্দরে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো কেজরিওয়াল এবং স্ত্রী সুনীতা একটা সময় সহকর্মী ছিলেন। দু'জনেই ভারতীয় রাজস্ব সার্ভিসের প্রাক্তন অফিসার। দু'জনেই দীর্ঘ সময় আয়কর বিভাগের উঁচু পদে চাকরি করেছেন। কেজরিওয়াল ২০১০-এ চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে আসেন।

সুনীতা স্বেচ্ছা অবসর নেন ২০১৬-তে। তিনি রাজনীতির প্রকাশ্য অঙ্গনে সেভাবে না থাকলেও দলের দৈনন্দিন কাজে যুক্ত।

সম্প্রতি একটি মামলা সূত্রে দিল্লির আদালতে হাজির হয়েছিলেন সুনীতা। সঙ্গে ছিলেন কেজরিওয়াল। বিজেপি সুনীতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে দিল্লি এবং উত্তর প্রদেশ, দুই রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম আছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর। এই ব্যাপারে বয়ান নিতে সুনীতাকে তলব করেছিলেন নিম্ন আদালতের বিচারক।

আপের অন্দরে জল্পনা আছে গ্রেপ্তার করা হলে লালুপ্রসাদের মতো কেজরিওয়ালও স্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি এগিয়ে দিতে পারেন। আড়াই দশক আগে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত লালুপ্রসাদ যাদব গ্রেপ্তার হওয়ার আগে স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রী করে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার দিনেও রাবড়ি দেবী আর পাঁচ দিনের মতোই অনেকটা সময় রান্না ঘরে কাটান। তিনি ভোজপুরি ছাড়া অন্য কোনও ভাষা জানতেন না। ভোজপুরিতেও নিজের নামটুকু শুধু লিখতে পারতেন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে সরকারি প্রেস রিলিজে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার জায়গায় লেখা ছিল 'শি ইজ এডুকেটেড'। রাবড়ি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরদিন পাটনার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন লালুপ্রসাদ।

তবে, শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক অবস্থানে রাবড়ি দেবীর সঙ্গে তুলনাই চলে না কেজরিওয়াল পত্নী সুনীতার। প্রাক্তন আমলার পক্ষে দিল্লির মতো রাজ্যের সরকার চালানো কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ফলে আপের অন্দরে জোর জল্পনা চলছে গ্রেপ্তারি এড়াতে না পারলে কেজরিওয়ালও হাঁটতে পারেন লালুপ্রসাদের রাস্তায়।

ভূ-গর্ভে প্লেটের ঠোকাঠুকিতে বাড়ছে বিপদ, তৈরি হচ্ছে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি: গত কয়েকদিনে যেভাবে রাজধানী-সহ গোটা উত্তর ভারত যে ভাবে ঘন ঘন কেঁপে উঠছে, নেপালে ভূমিকম্প হয়েছে বড় ধরনের, তাতে আতঙ্কের প্রহর গুনছেন ভূবিজ্ঞানীরা। ভূকম্প

বিশেষজ্ঞেরা এই ধারাবাহিক কম্পন নিয়ে অনেক আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা, ভূগর্ভে ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান প্লেনের ঠোকাঠুকি ভালো মতোই চলতে শুরু করছে। হিমালয় অঞ্চলের গভীরে টেকটনিক প্লেটে ঠোকাঠুকি হচ্ছে যার ফলে ভবিষ্যতে আরও বড় ভূকম্পের সম্ভাবনা আছে।

ভূকম্পন বিশেষজ্ঞদের দাবি, হিমালয়ের নীচে ভূকম্পন বলয় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যার জেরে ভারতীয় পাতের সঙ্গে ইউরেশীয় পাতের ঝামেলা শুরু হয়েছে। যার ফল স্বরূপ দিল্লি বা উত্তর-পশ্চিম ভারত শুধু নয়, গোটা দেশেই ভয়ানক ভূমিকম্প হতে পারে যখন তখন। বিশেষ করে হিমালয় এলাকায় যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে।

গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারত দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন একটি 'কম্পন অধ্যুষিত' অঞ্চলে যাকে ভূকম্প বিশেষজ্ঞেরা 'হটস্পট' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এই অঞ্চলে ঘনঘন রিখটার স্কেলে ৪, সাড়ে ৪, ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েই থাকে।

তার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম হিমালয় তুলনামূলক ভাবে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ। ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প সব সময় হয়েই চলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বছর দুয়েক ধরে নেপালে পরপর যে সব ভূমিকম্প হয়েছে, তাতে গোটা হিমালয়ের ভূস্তর আরও অস্থির হয়ে গিয়েছে। এর ফলে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের পরেও শক্তিশালী ভূমিকম্পোত্তর কম্পন (আফটার শক) অনুভূত হচ্ছে। ভূকম্পন বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইন্ডিয়ান প্লেটের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষের কারণেও ভূগর্ভে 'চ্যুতি' তৈরি হচ্ছে। এই রেষারেষির সময়ে ইন্ডিয়ান প্লেটটি যখনই ইউরেশীয় প্লেটের নীচে ঢুকে যাচ্ছে, তখন মাটির নীচে বিশাল পরিমাণ শক্তি মুক্ত হচ্ছে। আর সেই নির্গত শক্তির পরিমাপ কতটা, তার উপরে নির্ভর করছে ভূমিকম্পের মাত্রা। ফলে যে কোনও সময়েই বড়সড় ভূমিকম্প হতে পারে।

ভূমিকম্পের আশঙ্কা কোথায় কতটা, এই ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। পাঁচ নম্বর জোনে রয়েছে সর্বাধিক ভূমিকম্প প্রবণ বলে চিহ্নিত জোন। উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়াও উত্তরাখণ্ড, বিহার, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাতের কিছু অংশ এই জোনের আওতায় পড়ছে। ভূমিকম্প বেশি হওয়ার প্রবণতা রয়েছে ৪ নম্বর জোনেও। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, সিকিম, গুজরাত, পাঞ্জাব, লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, ছাড়াও উত্তরবঙ্গের প্রায় পুরো অংশ এবং দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশ এই জোনের মধ্যে পড়ছে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, ভূপ্রাকৃতিক গড়ন এবং নগরায়ণ যে ভাবে বদলেছে, তাতে ভূমিকম্পের বিপদ ঠিক মতো আঁচ করতে হলে কোনও শহরকে কয়েকটি ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে সমীক্ষা করা উচিত।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যেই ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ

রাশিয়া, ৮ নভেম্বর: পারমাণবিক সাবমেরিন থেকে সফল উৎক্ষেপণ রাশিয়ার। আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করল রাশিয়া। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়া ও পশ্চিমি দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই রবিবার এই খবর জানা গিয়েছে রুশ সেনাবাহিনীর তরফে। রাশিয়া এবার সাবমেরিন থেকে পারমাণবিক হামলা চালাতে পারবে!

গত সপ্তাহেই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার বৈশ্বিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষেধাজ্ঞার অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেন। এই সংক্রান্ত একটি বিলে তিনি স্বাক্ষরও করেন। তারপর থেকেই উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান। মস্কোর স্পষ্ট বক্তব্য, আমেরিকাকে টক্কর দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকা দরকার। প্রেসিডেন্ট পুতিন ক্রমাগত পারমাণবিক শক্তি বাড়াচ্ছেন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকি প্রতিরোধ করতেই এই ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানান পুতিন।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, রাশিয়ার উত্তর উপকূলের কাছে শ্বেত সাগরে অবস্থিত পারমাণবিক সাবমেরিন 'ইম্পারেটর আলেকজান্ডার -৩' থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে, যার নাম বুলাভা। সুদূর পূর্ব অঞ্চলের কামচাটকা উপদ্বীপের একটি লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্রটি জোর আঘাত করেছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও পরীক্ষাটি ঠিক কবে হয়েছে, তা বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে জানা গিয়েছে, 'ইম্পারেটর আলেকজান্ডার -৩' নতুন বোরেই শ্রেণির পারমাণবিক

সাবমেরিনগুলির মধ্যে একটি। বোরেই শ্রেণির সাবমেরিনে রয়েছে ১৬টি বুলাভা ক্ষেপণাস্ত্র এবং আধুনিক টর্পেডো ওয়ারহেড।

রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস-এর তরফে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরে 'ইম্পারেটর আলেকজান্ডার ৩' সাবমেরিন উৎক্ষেপণের অনুষ্ঠানে খোদ প্রেসিডেন্ট পুতিন উপস্থিত ছিলেন। আগামী কয়েক দশক এটাই রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তির প্রধান নৌবহর হিসেবে কাজ করতে পারে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের।

ইজরায়েলের আকশে ক্ষেপণাস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যেই যাত্রীবাহী উড়ান!

ইজরায়েল, ৮ নভেম্বর: ইজরায়েলের আকাশে উড়ে আসছিল একটি যাত্রিবাহী বোয়িং ৭৩৭ উড়ান। আর তখনই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশেই ধ্বংস করে দিয়েছে। আর সেই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এই ভিডিও ক্লিপটি পোস্ট করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্সে। তবে অন্যান্য মাধ্যমেও এই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন অনেকে। খাদ ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রীর উপদেষ্টা অ্যান্টন গেরাশচেঙ্কোও এই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। ভিডিও ক্লিপে দেখা যাচ্ছে, একটি বা দু'টি নয়, চারটি বিস্ফোরণে রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশও জ্বল জ্বল করছে। মনে করা হচ্ছে যে, ইজরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের আয়রন ডোম থেকে প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ধেয়ে আসে। আর সেগুলি ওই বিমানটির প্রায় গা ঘেঁষে দিয়ে যাচ্ছে। এটা ছিল তেল আভিভ বিমানবন্দরে অবতরণের ঠিক আগের মুহূর্ত। আকাশে বিমানটি বিপজ্জনক ভাবে বিস্ফোরণস্থলের কাছে চলে এসেছিল। দু'টি রকেটে যখন বিস্ফোরণ হওয়ার সময় বিমানটি তার নীচ দিয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে যে কেউ শিউরে উঠবেন।

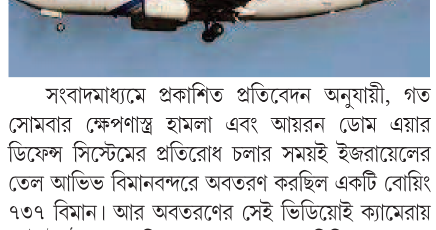

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সোমবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের প্রতিরোধ চলার সময়ই ইজরায়েলের তেল আভিভ বিমানবন্দরে অবতরণ করছিল একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান। আর অবতরণের সেই ভিডিয়োই ক্যামেরায় ফুটে উঠেছে, যা ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

অ্যান্টন গেরাশচেঙ্কোর ট্যুইটারে লিখেছেন, বিমানটি ছিল এইএল এএল এলওয়াই৫১০৮। বিমানটি জর্জিয়ার তিবিলিসি থেকে তেল আভিভের দিকে উড়ে আসছিল। সেটি ওই দিন প্রায় ১৫ মিনিট দেরিতে অবতরণ করেছিল বলে বিমানের র‍্যাডার থেকে জানা গিয়েছে। যদিও বিমানবন্দর কিংবা বিমান সংস্থার তরফে এই সংক্রান্ত কোনও অফিসিয়াল বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

হুমকির পরই দিল্লি এবং পঞ্জাবের বিমানবন্দরে এন্ট্রি পাসে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: ভারতে নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে)-এর প্রধান গুরপতবন্ত সিংহ পান্নুনের হুঁশিয়ারির পরথেকেই দিল্লি এবং পঞ্জাবের বিমানবন্দরে এন্ট্রি পাসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল 'দ্য ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি' (বিসিএএস)। এয়ার ইন্ডিয়ার কোনও বিমানে ১৯ নভেম্বরের পর শিখ সম্প্রদায়ের কেউ যাতায়াত করতে পারবেন না, রবিবার ভিডিয়োবার্তায় হুমকি দিয়েছেন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে)-এর প্রধান গুরপতবন্ত সিংহ পান্নুন। তাঁর নির্দেশ পালন না করলে শিখদের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। ভিডিয়োয় পঞ্জাবি ভাষায় শিখদের সতর্ক করে দিয়েছেন পান্নুন। তার পর থেকেই দিল্লি এবং পঞ্জাবের বিমানবন্দরে এন্ট্রি পাসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে 'দ্য ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি' (বিসিএএস)। বিসিএএস-এর তরফে জানানো হয়েছে, নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত দুই বিমানবন্দরে এন্ট্রি পাস পাওয়া যাবে না। দিল্লি এবং পঞ্জাব বিমানবন্দর থেকে যে সকল যাত্রী এই মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার মাধ্যমে যাতায়াত করবেন বিমানে ওঠার আগে তাঁদের 'হ্যান্ডব্যাগ'-এর তল্লাশি নেওয়া হবে বলেও বিসিএএস সূত্রে খবর। দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য এই কড়া পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে বিসিএএস।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

e-Tender Notice

NIT No.– This office **Memo No.- 770, Date: 07.11.2023** Duly filled Tender are invited for Construction of **(i) Cover Drain - 3 nos. & (ii) Concrete Road with Piling - 1 no.,** from bonafide, eligible resourceful contractor/agency for the work under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/ sell & Bid Submission end date (Online) up to **23.11.2023** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

Office of the KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
E-mail – kalatalahatgrampanchayet@rediffmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Kalatalahat Gram Panchayat under D/H-II Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works

A) **e-NIT No. : 10/Untied 15th FC (2023-24) 1st Inst. (2nd Call), Memo No. : 354/KHGP/ 2023-24, Date : 09.11.2023**
B) **e-NIT No. : 11/Tied 15th FC (2023-24) 1st Inst. (2nd Call), Memo No. : 355/KHGP/ 2023-24, Date : 09.11.2023**

Bid Submission Closing Date : 21.11.2023 upto 12.00 Noon.
Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

e-Tender is invited by the Executive Officer, Garulia Municipality for the following work under concurrence of the FA, SED, Govt. of West Bengal, No.231-SED-18026(99)/1/2023-PB SEC-Dept. of SE dated 14-08-2023. **e-Tender No.: WBMAD/ULB/GARULIA/ NIT-09/2023-24 dated 07-11-2023. Tender ID No.: 2023_MAD_600911_1. Name of Work:** Construction of Two Storied Building of Santigarh Nivanani Smriti Vidyapith, Holding No.111, Santigarh, P.O. Shyamnagar, Ward No. 03. **Tender Value: Rs.16,43,816-00**. Start Date of Bid Submission: **08-11-2023 4-30 p.m**. Bid Submission end Date: **05-12-2023 5-30 p.m.** Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Md. Mujibar Rahaman
Executive Officer
Garulia Municipality

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

CORRIGENDUM

In our Abridged NIT advertisement **(Vide NIT No 419, 420, 421/XVFC-Untied/NIT/MGP/2023 Dated: 07/11/2023, NIT No 422/XVFC-TIED/MGP/2023)** published in this Newspaper on 08.11.2023. The last date of submission should be read as **21/11/2023 upto 11 A.M** instead of 22/11/2023 upto 11 A.M. All others Terms and Conditions of the earlier advertisement will remain unchanged. Inconvenience is regretted.

Sd/- Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: 005/SBM & 15th FC (Tied Grant)/Arandi-II/2023-24** for 13 nos. scheme from **SBM(G) & 15th FC (Tied Grant) Fund**. Date of Online Submission **08/11/2023 to 20/11/2023 up to 11:00 AM.** For details information visit undersigned GP Office & eTender portal **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_আর্ট_এআরএমই_পিটি-II, তারিখ ০২.১১.২০২৩। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** ৫টি বিজি কোচকে আর্ট/এআরএমই কোচে রূপান্তরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩৩,০২,১২৭.৯১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.১১.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ** www.ireps.gov.in টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর কোনও সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে কিনা দেখার জন্য টেন্ডারদাতাদের বারেবারে আইআরইপিএস পোর্টাল দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (MISC-180/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লু ডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/ সি/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ২২৯_২০২৩-২৪, তারিখ ০৭.১১.২০২৩। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/সি/ এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পাকুড় কোয়্যারি থেকে যে কোনও ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে মেশিনে ভাঙা ট্র্যাক স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ তৎসহ সকল সংশ্লিষ্ট ব্যয়। **আনুমানিক ব্যয়:** ৯,৯৪,৭৩,২২০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৬,৪৭,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩০.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-339/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৩.১১.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪০-২৩-২৪। কাজের নামঃ** শান্তিপুরে - ডিইএন/৩/এসডিএএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পিএফ নং ১, ২ ও ৩-তে সংস্কার ও পিএফ উঁচু করার কাজ তৎসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট, কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,১৩,৮২,০৬২.৫৯ টাকা। **ইএমডি:** ২,০৬,৯০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪১-২৩-২৪। কাজের নামঃ** ডিইএন/৩/এসডিএএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বহরমপুর কোর্টে আরপিএফ ব্যারাকের ব্যবস্থা (৫০ শয্যার)। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১,৩২,৫৮,০৬০.০৫ টাকা। **ইএমডি :** ২,১৬,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪২-২৩-২৪। কাজের নামঃ** ডিইএন/৩/এসডিএএইচ-এর অধীনে এলসি গেট নং ৯৯/টি, ১১০/টি, ১২০/টি, ১২৯/টি, ১৩২/টি, ১৩৪/টি, ১৩৫/টি, ১৫১/টি-র মেরামতি ও সংস্কার তৎসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৭৫,৫০,৭০২.৭০ টাকা। **ইএমডি :** ১,৫১,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ৮ মাস (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ৬ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০১.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০১.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট প্রতিটির জন্য। টেন্ডার নথিপত্র এবং বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-257/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-60/2023-24

Exe. Engg., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_601221_1. **(2)** Tender ID No. 2023_ADDA_601249_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for 2 NOS STOREGE CAGE AND 2NOS SEGREGATION SHED. 2 NOS E-CART ONE NOS 4Nos MOUZA (SBMG FUND) 420/SBMG/BNGP/ 2023, 421/ SBMG/BNGP/2023. NIT dated 8/11/2023. The Estimated Cost FOR 2 NOS STOREGE CAGE AND 2NOS SEGREGATION SHED Rs-388049 excluding GST & L. Cess. The Estimated Cost. 2 NOS E-CAR ONE NOS MANUL VAN Rs-320000. In cluding GST & L. Cess The period of bid submission is **10:00 AM of 8th Nov. 2023 to 10:00 AM** of 28th November 2023. For details please visit to **wbtenders.gov.in.**

S/D, Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **4 nos.** different development work(s) under **15th FC (Tied)** Fund vide **Memo No.: 145/2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/ SBGP/NIT-12/2023-24, Date: 08.11.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **08.11.2023 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **20.11.2023 up to 06:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **23.11.2023 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** different development work(s) under **15th CFC (Tied)** Fund vide **Memo No.: 762/DGP & e-NIT No.: 11/ DGP/PRO/2023-24, Date: 07.11.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **08.11.2023 at 02:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **22.11.2023 up to 09:00 AM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **24.11.2023 at 09:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. 10/PGP/15th FC/2023-24 (Tender ID: **2023_ZPHD_602269_1** & 2) for Installation of 2 nos. Standard Community Water Purification Plant with Solar Panel Fitted Pump Set for iron and arsenic removal in drinking water. Bid submission start date (online) 09/11/2023 from 10-00 a.m Bid submission closing date (online) **22/11/2023 upto 12-00 a.m** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e -Tender vide **No. 8/PGP/15th FC/2023-24 (Tender ID: 2023_ZPHD_601486_1)** for Construction of 1 nos. of C.C Road Bid submission start date (online) **08/11/2023 from 10-00 a.m** Bid submission closing date (online) **21/11/2023 upto 12-00 a.m** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **7/PGP/15th FC/2023-24 (Tender ID: 2023_ZPHD_601449_1** to 3) for Construction of 3 nos. of Pucca drain Bid submission start date (online) **08/11/2023 from 10-00 a.m** Bid submission closing date (online) **21/11/2023 upto 12-00 a.m** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http:// wbtenders.gov.in"**

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

ক্রিকেটের কুরুক্ষেত্র

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং বাবরকে সরিয়ে শীর্ষে শুভমন গিল

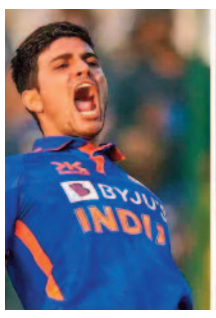

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান হারালেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। তাঁকে সরিয়ে প্রথমবারের মতো র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন ভারতীয় ওপেনার শুবমান গিল।

ভারতের চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন গিল। এর আগে শীর্ষে ছিলেন শচীন টেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১০,এর চারজনই ভারতীয়, যেখানে শীর্ষ স্থান ফিরে পেয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। ওয়ানডে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আছেন সাকিব আল হাসান।

২ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৯২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন গিল। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে করেন ২৩ রান। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৬ ইনিংসে করেছেন ২১৯ রান। বাবর সর্বশেষ ইনিংসে করেছেন ৬৬ রান। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে বাবরের রান ২৮২। বর্তমানে গিলের রেটিং পয়েন্ট ৮৩০।

বাবরের রেটিং পয়েন্ট গিলের চেয়ে ৬ পয়েন্ট কম, ৮২৪। ৩ ধাপ এগিয়ে চারে উঠে এসেছেন কোহলি (৭৭০)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে শতক করেছিলেন কোহলি। ৩ নম্বরে আছেন বিশ্বকাপে চারটি শতক করা প্রোটিয়া ওপেনার কুইন্টন ডি কক (৭৭১)। ডেভিড ওয়ার্নার আছেন তালিকার পাঁচে (৭৪৩)। ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা তালিকার ৬ নম্বরে (৭৩৯)।

ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শ্রেয়াস আইয়ার ১৭ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১৮ নম্বরে। ফখর জামানের অবস্থান তালিকার ১১ নম্বরে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত শতক করা ফখর এগিয়েছেন তিন ধাপ। গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শতক করা ইব্রাহিম জাদরান ৬ ধাপ এগিয়ে আছেন তালিকার ১২ নম্বরে।

গত সপ্তাহের র‍্যাঙ্কিংয়ে সিরাজ ছিলেন তালিকার তিনে। শীর্ষে ছিলেন পাকিস্তান পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। আর ২ নম্বরে ছিলেন জশ হ্যাজলউড। সর্বশেষ দুই ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়ে শীর্ষে উঠেছেন সিরাজ। ভারতীয় এই পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৭০৯, বেড়েছে ৫৫ রেটিং পয়েন্ট। আফ্রিদি নেমে গেছেন পাঁচে। আর হ্যাজলউড ৬ নম্বরে।

দুই ধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে আছেন স্পিনার কেশব মহারাজ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ৪৩। বর্তমানে মহারাজের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৪। তিন ধাপ এগিয়ে তালিকার আট নম্বরে আছেন সিরাজের সতীর্থ যশপ্রীত বুমরা। সাত ধাপ এগিয়েছেন বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক মোহাম্মদ শামি, আছেন ১০ নম্বরে। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক দিলশান মাদুশঙ্কা ৩১ ধাপ এগিয়ে ৪৫ নম্বরে আছেন।

অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা সাকিবের রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে। বর্তমানে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩২৭। গত সপ্তাহে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ছিল ৩১৬। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ব্যাট হাতে ৮২ রান আর বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছিলেন সাকিব। দুই ধাপ এগিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি আছেন অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬ নম্বরে।

আফগান সাজঘরে জাডেজার নাচ! আপত্তি অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে মাঝে মধ্যে নাচতে দেখা যাচ্ছে বিরাট কোহলিকে। খেলা শুরু আগে গা গরম করার সময় বা খেলার শেষে বা ফিল্ডিং করার ফাঁকে। কোহলির মতোই নাচছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাডেজা। তবে তিনি নাচছেন আফগানিস্তানের জন্য। তাতেই ব্যাট করার সময় মনঃসংযোগ নষ্ট হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মার্নাস লাবুশেনের।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান ম্যাচের সময় নাচতে দেখা গিয়েছে জাডেজাকে। লাবুশেন ব্যাট করার সময় মাঠের আম্পায়ারদের কাছে অভিযোগ করেন, আফগানিস্তানের সাজঘরে একটু বেশি নড়াচড়া হচ্ছে। তাতে তাঁর ব্যাট করতে অসুবিধা হচ্ছে। লাবুশেন অভিযোগ জানানোর পর স্বাভাবিক ভাবেই সবার চোখ গিয়েছিল আফগানিস্তানের সাজঘরে। টেলিভিশন ক্যামেরায় দেখা যায়, আফগানিস্তানের কোনও ক্রিকেটারের জন্য সমস্যা তৈরি হয়নি। সমস্যার নাম দলের মেন্টর জাডেজা। তিনি সাজঘরে নাচছেন। অর্থাৎ, জাডেজার নাচে লাবুশেনের মনঃসংযোগ নষ্ট করেছে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সাজঘরে জাডেজার সেই নাচের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও মঙ্গলবার আফগানিস্তানের প্রায় জিতে যাওয়া ম্যাচ গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অবিশ্বাস্য ইনিংস ছিনিয়ে নিয়েছে।

এ বারের বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের মেন্টর হিসাবে কাজ করছেন জাডেজা। ভারতের উইকেটগুলির চরিত্র অনুযায়ী তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছেন রশিদ খান, মহম্মদ নবিদের। তাঁর পরামর্শের সুফল যে আফগানিস্তান পাচ্ছে, তা মেনে নিয়েছেন কোচ জোনাথন ট্রটও। আফগানিস্তানের কোচ বলেছেন, "ভারতে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে জাডেজা। ওর অভিজ্ঞতা অনেক। প্রতিটি মাঠ, উইকেট-সহ নানা ব্যাপারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছে। সাজঘরে জাডেজার উপস্থিতিতে আমরা যথেষ্ট উপকৃত।"

আফগানেরা খুশি হলেও, সাজঘরে জাডেজার উপস্থিতিই লাবুশেনের সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয় মঙ্গলবারের ম্যাচের চাপে সময়। জাডেজা অবশ্য সব সময় হালকা মেজাজে থাকতেই পছন্দ করেন। খেলোয়াড়জীবনেও সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। সতীর্থদের সঙ্গে নানা মজা, রসিকতায় মেতে থাকতেন।

নেদারল্যান্ডসকে গুঁড়িয়ে অবশেষে ইংল্যান্ডের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোথায় ছিল এ ইংল্যান্ড? আগেই সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে পড়া বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা টানা ৫টি ম্যাচ হারের পর অবশেষে পেয়েছে আরেকটি জয়। পুনেতে নেদারল্যান্ডসকে ১৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা, ফলে ওপরের প্রশ্নটি এখন তোলাই যায়! বেন স্টোকসের বিশ্বকাপে পাওয়া প্রথম শতক, ডেভিড ম্যালান ও ক্রিস ওকসের অর্ধশতকে ৩৩৯ রান তোলে ইংল্যান্ড। ব্যাটিংয়ে এক সময় আবার ধস নেমেছিল, তবে এবার স্টোকসের ইনিংসে শেষ পর্যন্ত বড় সংগ্রহই পায় তারা। জবাবে নেদারল্যান্ডস গুটিয়ে গেছে ১৭৯ রানেই।

অবশ্য সেমিফাইনালের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেলেও ইংল্যান্ডের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ শীর্ষ আটে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করা, যাতে মিলবে ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার সুযোগ। বড় জয়ে নেট রানরেটে বিশাল উন্নতি হয়েছে তাদের, ৮ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট ও -০.৮৮৫ রান রেট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার সাতে উঠে এসেছে তারা, যাদের শেষ ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে। অন্যদিকে এ হারে আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে নেদারল্যান্ডস, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলাও এখন কঠিন তাদের।

হলান্ডে মুগ্ধ প্রতিপক্ষ অধিনায়ক চেয়ে নিলেন জার্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের জার্সি বিনিময় ফুটবলের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলোর একটি। ম্যাচের পর ভক্তকেও জার্সি উপহার দেওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে গত রাতে আর্লিং হলান্ডের যে 'মধুর' অভিজ্ঞতা হলো, সেটা একেবারেই ব্যতিক্রম। প্রতিপক্ষ দলে তাঁর এত বড় ভক্ত আছেন, তা কি জানতেন!

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ইয়াং বয়েজের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। সে ম্যাচেই প্রথমার্ধ শেষে ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে কিনা হলান্ডের কাছে জার্সি চেয়ে বসলেন ইয়াং বয়েজ অধিনায়ক মোহাম্মদ আলী কামারা! জার্সি খুলে কামারার হাতে তুলে দিয়ে 'আবদার' মিটিয়েছেনও হলান্ড।

ইয়াং বয়েজের মাঠে আগের দেখায় ম্যানচেস্টার সিটিকে একটুখানি কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ওই ম্যাচে প্রথমার্ধ পর্যন্ত সিটিকে আটকে রেখেছিল ইয়াং বয়েজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতা ফিরিয়েছিল সুইস ক্লাবটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সিটিকে আটকে রাখা যায়নি। আরও স্পষ্ট করে বললে, আটকে রাখা যায়নি আর্লিং হলান্ডকে। তাঁর জোড়া গোলেই ৩-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

পরের মাঠে কিছুটা পরীক্ষায় পড়তে হলেও কাল ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে কোনো সুযোগই দেয়নি সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া ইয়াং বয়েজকে এবার ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল। সেই সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে নকআউট পর্বও নিশ্চিত করেছে।

দলকে শেষ ষোলোয় তোলার রাতে নায়ক আর কে? সেই আর্লিং হলান্ড। প্রথম লেগের মতো ফিরতি লেগেও করেছেন জোড়া গোল। আগের ম্যাচেও দুই গোলের একটি করেছিলেন পেনাল্টি থেকে, এ ম্যাচেও তা-ই। তফাতটা শুধু গোল করার সময়ে। নরওয়েজীয় স্ট্রাইকারের এবারের গোল দুটি দুই অর্ধে। এই দুইয়ের মাঝে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে ফিল ফোডেনের গোলটি।

হলান্ডের খেলা দেখে ইয়াং বয়েজ অধিনায়ক কামারা এতটাই মুগ্ধ যে তাঁর ভক্ত বনে গেছেন। তাই বিরতির সময়ই জার্সিটা চেয়ে বসেন। সে সময় হলান্ডকে বলতে শোনা যায়, 'তুমি এটা করতে পার না।' যদিও নিজেদের ড্রেসিংরুমে যাওয়ার আগে জার্সিটা ঠিকই কামারাকে উপহার দিয়েছেন।

কামারার এ কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়েছেন ইয়াং বয়েজ কোচ রাফায়েল ভিকি। তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কামারার সঙ্গে কথা বলবেন।

বিরতির পর নিজের আরেকটি জার্সি পরে মাঠে নামেন হলান্ড। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটেই প্রতিপক্ষের কয়েকজনকে কাটিয়ে ২০ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন হলান্ড। তাঁর সেই গোলটি দেখে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেন, 'সে (হলান্ড) যদি এ রকম দূরপাল্লার শটে গোল করা শুরু করে দেয়, তাহলে ওকে মার্ক করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

ম্যানচেস্টার সিটির আগেই নকআউট পর্বে ওঠার সুযোগ ছিল বার্সেলোনার। কারণ, বার্সার ম্যাচটি শুরু হয়েছিল সোয়া দুই ঘণ্টা আগে। কিন্তু শাখতার দোনেৎস্কের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে সুযোগটা হাতছাড়া করেছে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের ক্লাব শাখতার নিজেদের হোম ম্যাচগুলো খেলছে জার্মানির হামবুর্গে। 'অস্থায়ী ঘর'ফোক্সপার্কস্টাডিয়নে কালই প্রথম জয় পেয়েছে শাখতার, সেটাও বার্সার মতো পরাশক্তিকে হারিয়ে। ম্যাচের ৪০ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন দানিলো সিকান। হতাশ বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'আমাদের অনেক ঘাটতি ছিল। গত দুই বছরের মধ্যে এটা আমাদের অন্যতম বাজে ম্যাচ।'

আচরণবিধি ভাঙা ডোনাল্ডকে কারণ দর্শাতে বলবে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ ডটনেটে সাক্ষাৎকার দিয়ে রীতিমতো বোমা ফাটিয়েছেন অ্যালান ডোনাল্ড। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের বিপক্ষে সাকিব আল হাসানের টাইমড আউটের আবেদনের সমালোচনা করে বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ বলেছেন, '(ক্রিকেট মাঠে) আমি এমন কিছু দেখতে চাই না।'

টুর্নামেন্ট চলাকালে টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ হয়েও ডোনাল্ডের এমন বক্তব্য ভালোভাবে নেয়নি বিসিবি। সূত্র জানিয়েছে, দলের সমালোচনা করে দেওয়া বক্তব্যের জন্য এবং টুর্নামেন্টের মধ্যে আচরণবিধি ভেঙে বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য বিসিবি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেবে সাবেক এই দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটারকে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিবির এক কর্মকর্তা আজ প্রথম আলোকে বলেছেন, 'যেহেতু এটা দলীয় একটা বিষয়, এ নিয়ে এখনই আমরা প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করব না। ডোনাল্ডেরও উচিত ছিল বিষয়টা মাথায় রাখা। দলের কোনো সিদ্ধান্তে তাঁর দ্বিমত থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা মিডিয়ায় না বলে দলের ভেতরে আলোচনা করা উচিত। বিশ্বকাপের মধ্যে এ ধরনের সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি ভালো করেননি।'

জানা গেছে, বিসিবির বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে কথা হয়েছে ডোনাল্ডের সঙ্গে। পুনেতে তাঁর সঙ্গে কথা বলার কথা টিম ম্যানজেমেন্টেরও। সবাই তাঁকে একই বার্তা দিচ্ছেন। বিশ্বকাপের মধ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের বাইরে সমালোচনা করাটা তাঁর ঠিক হয়নি।

অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে টাইমড আউট হতে দেখার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কী ছিল, জানতে চাইলে ক্রিকবাজকে ডোনাল্ড বলেছেন, 'আমার মন বলছিল মাঠে ঢুকে বলি, যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, আমরা এর পক্ষে না। আমরা এমন দল না যে এর পক্ষ নেব। আমি শুধু সেখানে গিয়ে বলতে চাইছিলাম, অথেষ্ট হয়েছে আর না।দ এটা আমার তাৎক্ষণিক ভাবনা। সবকিছু দ্রুত ঘটে গেছে। আপনি কর্তৃত্বের কথা বলছেন, আমি তো প্রধান কোচ না, আমি দায়িত্বে নেই। আমি মারাই এরাসমাসকে বলতে দেখেছি, 'অ্যাঞ্জেলো, দয়া করে তুমি এখন মাঠ ছাড়তে পারো।' এরপর দেখেছি, অ্যাঞ্জেলো হেলমেট তুলে নিল, এরপর বিজ্ঞাপন বোর্ডের দিকে ছুড়ে মারল। আসলে, আমি বিস্মিত হয়েছি।'

পরে আরেক প্রশ্নে বলেছেন, 'আমার কথা হচ্ছে, এটা হতে পারে না। এটা হবে না। কিন্তু আমরা সেটিই দেখেছি। জানি না, আমার মন সঙ্গে সঙ্গেই বলছিল, এটা হতে পারে না। এটা একেবারেই হতে পারে না!' ম্যাথুসের টাইমড আউটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশ দলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ম্লান হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেছেন এই সাবেক পেস বোলার।

বাংলাদেশ দলের পেস বোলিং কোচ হিসেবে এ মাসেই চুক্তি শেষ হয়ে যাবে ডোনাল্ডের। এরপর আর নতুন করে চুক্তি বাড়াতে আগ্রহী নন বলে বিসিবিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিসিবিও তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেনি। বিশ্বকাপ শেষে ভারত থেকেই তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে যাওয়ার কথা।

কিন্তু চলে যাবেন বলেই তো আর কেউ দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙতে পারেন না। চুক্তির মধ্যে যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আচরণবিধি মেনে চলাই কর্তব্য। সেটি না মানলে ব্যবস্থা নেওয়াটাই নিয়ম। বিসিবিও এমন বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে চাইবে ডোনাল্ডের কাছে।

ম্যাক্সওয়েল ২০১* এটাই কি ওয়ানডে ইতিহাসের সেরা ইনিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব, অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অতুলনীয়, অতিমানবীয়;গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংসটিকে আর কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায়?

ওয়ানডে ইতিহাসে দ্বিশতক ছোঁয়া ইনিংস এর আগেও ১০ বার দেখেছে ক্রিকেট,বিশ্ব। এক রোহিত শর্মাই করেছেন তিনবার। তবে রোহিতসহ বাকিরা দ্বিশতক করেছিলেন আগে ব্যাটিংয়ে নেমে। ব্যতিক্রম শুধু ম্যাক্সওয়েল। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আরব সাগরতীরের বাতাস যখন অস্ট্রেলিয়ার প্রতিকূলে বইছিল, তখনই ক্রিকেটের 'বিগ শো'র ২২ গজে আগমন। ৮.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান; আফগানিস্তানের দুই পেসার নাভিন উল হক ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের দাপুটে বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়া তখন রীতিমতো ধুঁকছে।

এরপর মারনাস লাবুশেনের রানআউট আর রশিদ খানের ছোবলে যখন ৪ উইকেটে ৪৯ রান থেকে ৭ উইকেটে ৯১ রান হয়ে গেল, তখন কেউ যদি বলতেন, 'তবু অস্ট্রেলিয়া ২৯২ রান তাড়া করে জিতবে', তাহলে সেটা বিশ্বাস করার লোক খুব বেশি পাওয়া যাওয়ার কথা নয়! কিন্তু বিষম চাপের মধ্যেই এক পায়ে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে ছাড়লেন ম্যাক্সওয়েল। নেপথ্যের নায়ক হয়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়ে গেলেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। আর কোনো উইকেট না হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গেল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, উঠে গেল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে। যে রান তাড়া করে অস্ট্রেলিয়া জিতল, সেটাতে 'আধা ফিট' ম্যাক্সওয়েলের একারই অবদান ৬৮.৬০\! জীবদ্দশায় ম্যাক্সওয়েলের এই ইনিংসকে অনেকেই ওয়ানডেতে সর্বকালের সেরা বলছেন। যাঁর হাত ধরে ক্রিকেট,বিশ্ব ওয়ানডেতে প্রথম দ্বিশতক দেখেছিল, সেই শচীন টেন্ডুলকারের চোখেও এটা তাঁর জীবনের দেখা সেরা ইনিংস।

SOMANY

জমিন সে জুড়ে

টাইলস্ | বাথওয়্যার

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেড

(রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)

ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাস যা শেষ হয়েছে ৩০.৯.২৩ এ, সেই সময়ের জন্যে স্বতন্ত্র এবং একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নিষ্কর্ষ

(লক্ষ টাকার এককে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র						একত্রিত					
	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			ছয় মাস সমাপ্তি		বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			ছয় মাস সমাপ্তি		বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
সঞ্চালনা জনিত মোট আয়	৬৪,৩২৬	৫৭,৯০৫	৬০,৮৮৭	১২২,২৩১	১১৫,৩২৮	২৪৪,২৭০	৬৫,৫১৬	৫৮,৬৫৩	৬১,৭৭৫	১২৪,১৬৯	১১৭,৬৮৮	২৪৭,৮৫১
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় (করপূর্ব, বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	৩,৮৯৮	৩,৪৮৩	৩,০১৯	৭,৩৮১	৬,২৫৭	১২,২৮৯	৩,৯৩৬	২,৫০৩	১,৮৫৮	৬,৪৩৯	৪,৪৮৪	৯,৫০৪
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব (বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর)	৩,৮৯৮	৩,১৪৬	২,৯২২	৭,০৪৪	৬,১৬০	১২,১৯২	৩,৯৩৬	১,৮৪১	১,৬৪০	৫,৭৭৭	৪,২৬৬	৯,২৮৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী (বিশেষ/ ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	২,৯৬৮	২,৩৩৯	২,১৮৩	৫,৩০৭	৪,৫৯৬	৯,০০৯	২,৯৫৩	১,২৫৭	১,১৬৯	৪,২১০	৩,১০৫	৬,৬৯২
উক্ত সময়সীমায় মোট বিস্তারিত আয় সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তারিত আয় (কর পরবর্তী)	২,৯৪৮	২,৩৩৯	২,১১০	৫,২৮৭	৪,৫২৩	৮,৯৩৩	২,৯৪৬	১,২৫৭	১,১০৯	৪,২০৩	৩,০৪৫	৬,৬৩৫
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						৭৭,৪৭১						৭৭,৮৪৮
শেয়ার প্রতি আয়												
বেসিক (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৬.৯৯	৫.৫১	৫.১৪	১২.৪৯	১০.৮২	২১.২১	৬.৯০	৩.৪৩	৩.৪৬	১০.৩৩	৮.২৯	১৬.৮৩
ডায়লিউটেড (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৬.৯৮	৫.৫০	৫.১৪	১২.৪৮	১০.৮২	২১.২১	৬.৮৯	৩.৪২	৩.৪৬	১০.৩২	৮.২৯	১৬.৮৩

মন্তব্য:

১. উপরের বিবরণটি স্টক এক্সচেঞ্জে SEBI প্রবিধানসমূহ ২০১৫ অন্তর্গত ৩৩ নং নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী পেশ করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লিস্টিং সংক্রান্ত দায় ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে)। ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাস সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণীটি কোম্পানি ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) থেকে এবং BSE ওয়েবসাইট (http://bseindia.com) ও NSE ওয়েবসাইট (http://nseindia.com) থেকে উপলব্ধ হবে।

২. এই আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানি আইন ২০১৩ অধীনে ১৩৩ নং ধারা নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) ও যথাসম্ভব প্রযোজ্য অনুযায়ী অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন ও নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ : নভেম্বর ৮, ২০২৩
স্থান : নয়ডা

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকান্ত সোমানি
অধ্যক্ষ ও পরিচালন অধিকর্তা
DIN 00021423

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**